ঢাকা "টেক্সট-বুক-কমিটির" অনুমোদিত, রাজসাহী, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগের নর্ম্মাল বিদ্যালয় সমূহের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য এবং ঐ সকল স্থানের সমস্ত বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী-পুস্তক।

সুর-সঙ্গীত।

'All worldly shapes must melt in gloom,
The sun himself must die,
Before this mortal shall assume
His immortality!
I saw a vision in my sleep
That gave my spirit strength to sweep
Adown the gulf of time!
I saw the last of human mould
That shall creation's death behold
As Adam saw her prime!"

Thomas Campbell.

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত
নূতন সংস্করণ।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়-
প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী,—৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
সন ১৩২৪ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা।

প্রিণ্টার—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী,
মেট্‌কাফ্ প্রেস,
৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

Uttarpara Joykrishna Public Library
Accn. No. 38123 ... Date ......

B24316

পূর্ব্বাভাস।

গ্রন্থকারের মতে "সুর-সঙ্গীত" যথার্থ কাব্য হইয়াছে কিনা সন্দেহ। প্রকৃত কাব্যের যে যে লক্ষণ বা গুণ থাকা আবশ্যক, ইহাতে তাহা আছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস নাই। এক নিঃশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ আবৃত্তি করার ন্যায় সর্ব্বনিয়ন্তার ত্রিগুণাত্মক লীলা-সমূহ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের, কয়েক পৃষ্ঠায় বিবৃত করিতে প্রয়াস পাওয়া কেবল মাত্র বাতুলতা ও অহম্মতি প্রকাশ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তবে যেরূপ মহাসমুদ্রে ক্ষুদ্র বুদ্বুদ-পরিবৃত তরল-লহরী-মালা আসন্ন বিপ্লবের উন্মত্ত তরঙ্গলীলার পূর্ব্বাভাস জ্ঞাপন করে, এই ক্ষুদ্র কাব্য খানিও সেইরূপ ভবিষ্য কালের কোন মহাকবি-রচিত এই মহাবিষয়ের বিশদ-বর্ণনাময় ভাবী মহা-কাব্যের পূর্ব্বাভাস রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে, ইহাই লেখকের আশা, ভরসা ও মনস্তুষ্টির বিষয়! যাহা হউক এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পাঠ করিয়া কয়েক জন কৃতবিদ্য ব্যক্তি এতৎসম্বন্ধে যেরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

এই পুস্তক খানি বহুকাল যাবৎ পাণ্ডুলিপি অবস্থায় পতিত ছিল; লেখক সাহস করিয়া জনসমাজে প্রকাশ করিতে পারেন নাই; এক্ষণে উপরিউক্ত বন্ধুবর্গের সাগ্রহ উত্তেজনায়, এমন কি অনেকে এখানি নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণী সমূহের একখানি সুন্দর পাঠ্য-পুস্তক হইবে বলিয়া ভরসা প্রদান করায়, ইহা প্রকাশিত হইল,—কাজ ভাল হইল কিনা তাহা সাধারণের এবং শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের বিবেচ্য।

পরিশেষে যে সকল মহানুভব কৃতবিদ্যব্যক্তি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম

সহকাবে এই পুস্তকের পাণ্ডু-লিপি খানি দেখিয়া দিয়াছেন, গ্রন্থকাব কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। তাঁহারা সেরূপ আন্তরিক অধ্যবসায়েব সহিত পুস্তক খানি দেখিয়া না দিলে, ইহা আজি সাধারণ সমক্ষে প্রকাশিত হইত কিনা সন্দেহ।

শিলং আসাম।
১লা চৈত্র, ১৩০৪। প্রকাশক।

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণের বক্তব্য।

মাননীয় "টেক্সটবুক কমিটি" কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া এই পুস্তক-খানি রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের নর্ম্মাল বিদ্যালয়-সমূহের পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় এবং উক্তস্থান সকলেব বিদ্যালয় সমূহের লাইব্রেরীতে রাখিবার আদেশ হওয়ায় ইহাব সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্কবণ প্রকাশিত হইল। এবার সমস্ত পুস্তকই ভাল বাঁধাই করা গেল এবং উত্তম কাগজেও ছাপা হইল। এই জন্য ব্যয় বাহুল্য সত্ত্বেও পুস্তকের মূল্য পূর্ব্ব সংস্করণের মত এক টাকাই রহিল।

যদি ছবি দেওয়া হয়, তবে সে কথা পরে বলিলেই হইবে।

কলিকাতা
......ফাল্গুন
সন ১৩২৩ শ্রীনিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

উৎসর্গ।

—:০:—

সংসার-উদ্যান-প্রান্তে অঙ্কুরিত তরু,
না পায় জনমে কভু স্নেহ-নীর-ধারা,
কুঞ্চিত কোমল প্রাণ তপন-পীড়নে,
অবসন্ন অত্যাচারে নর-পশু করে!
জীর্ণ-শীর্ণ দেহখানি বাড়ে ধীরে ধীরে,
শোভাহীন শাখাঁপত্র বিরস বিরল!
রুগ্ন প্রাণে ক্ষুদ্র তরু রহে ম্লান ভাবে!
কিন্তু কি আশ্চর্য্য হের, শত অপকারে
অনাদরে, নহে শুষ্ক সেই শীর্ণ তরু,
কালের প্রভাবে আহা বাড়ি দিন দিন
—পবন নিস্বনে উচ্চে গাহি দেবগীতি—
ক্লেশ-ক্লিষ্ট বুকে ধরে চারু ফুল-হার!
শঙ্কিত হৃদয়ে এবে চাহি নর-পানে
দিলা অভিনব-ফল বিনম্র-মস্তকে!

—

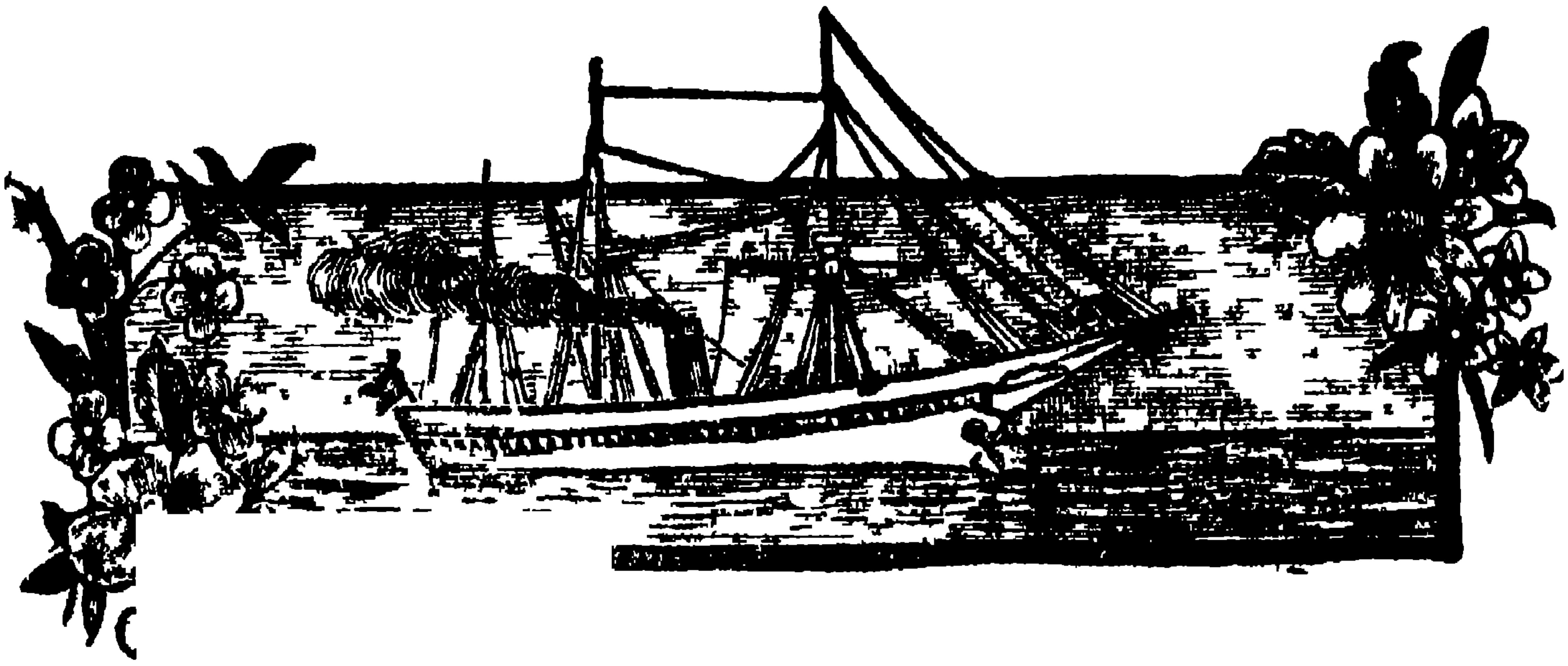

সুর-সঙ্গীত।

সূচনা।

নির্জ্জিত নিহত সুর-রিপুগণ,
বৈজয়ন্ত এবে শান্তি-নিকেতন,
অনন্ত-পুলক-প্রবাহে মগন,
অসুর-বিজয়ী দেবতা আজ,
উল্লাস-উৎফুল্ল অনুপম জ্যোতি,
শোভে সুর-মুখে সুষমা-সংহতি,
নিশা অবসানে নব-ত্বিষাম্পতি
ধরেন যেমতি নবীন-সাজ !

দেব সভাতলে অমর-নগরে,
বিচিত্র আসন শোভে থরে থরে,
অপরূপ জ্যোতিঃ চৌদিকে বিতরে,
নেহারি মোহিত নয়ন তায়!
স্থির স্নিগ্ধ-দ্যুতি তাহে দীপ্যমান,
সুবর্ণ হীরকে নহে সে নির্ম্মাণ,
নাহিক তাহাতে স্থূল-উপাদান,
স্থূলতার মলা নাহি তথায়!

এ মর-সংসারে শোভাময় যত
রতন মাণিক্য আছে নানামত,
স্ফটিক, প্রবাল, হেম, মরকত,
আঁখি মন যাহে হরিয়া লয়,—
সে সবার শোভা লইয়া যতনে,
মাখি মধুময় মলয় পবনে,
ছানিয়া সঘনে স্বর্গীয় কিরণে,
গঠিত সে চারু আসনচয়!—

বসিয়া তাহাতে অমর-নিকর,
জ্যোতির্ম্ময়-বপুঃ কান্তি মনোহর!

অশরীরী কত সিদ্ধ-বিদ্যাধর,
প্রেম-আলাপনে বিহরে কাল ;
পুরোভাগে চারু আসন-খচিত,
—কুসুমের নব লাবণ্যে রচিত—
অমর ঈশ্বর তথা বিরাজিত
বিকাশি সভার সুষমা-জাল !

বামে বসি শচী অতুলা সুন্দরী,
রূপের বিভায় দিক্ আলো করি ;
অধরে মৃদুল হাস্যের লহরী
খেলিতেছে সুধা-প্রবাহ প্রায় !
"প্রণয়"-সঙ্গিনী "প্রীতি" গুণবতী,
কাছে বসি ফুল-মালা গাঁথে সতী,
চটুল নয়নে হেরে নিজ পতি,
প্রেম-মন্দাকিনী উথলে তায় !

রম্ভা, তিলোত্তমা, মেনকা উর্ব্বশী,
মুরজা, মুবলা,—রূপে পূর্ণ-শশী,
আরো কত শত অমরা রূপসী,
কহে পরস্পরে মধুর-ভাষ !

প্রবাল অধরে মৃদু মৃদু হাসি,
বিলোল নয়নে অমৃতের রাশি,
কপোলে রঞ্জিত রক্তিম কিরণ,
—অরুণ-চুম্বিত কমল যেমন!—
বহিছে মৃদুল সুরভি-শ্বাস!

নিরখিতে সেই নয়ন-ভঙ্গিমা,
অধর গণ্ডের সু-চারু রঙ্গিমা,
ললিত অঙ্গের লাবণ্য-মহিমা,
ঘন ঘন "প্রীতি" অপাঙ্গে চায়
প্রেম-প্রপূরিত হেরি সে চাহান,
"প্রেম-দেব" মৃদু হাসেন আপনি
পুলকে প্রণয়-ভাবিনী অমনি,
স্মিত-মুখে ফুল গাঁথে মালায়!

বাসব-আদেশে কিন্নর-প্রধান
বীণা-সহযোগে আরম্ভিল গান,
রাগিণী সহিত রাগ মূর্ত্তিমান্
নাচিতে লাগিল ললিত-তালে:
স্তব্ধ দেব-কুল শুনিয়া সঙ্গীত,
কদম্বের প্রায় তনু পুলকিত,

চতুরিন্দ্রিয়ের * চেতনা রহিত !
শ্রবণে সঙ্গীত-প্রবাহ ঢালে !

চাহিয়া গায়কে "প্রণয়"-রাজন্
বিদ্রূপ-বিহাসে কহেন বচন,
"সবে কয় শুনি হে স্বর-গায়ন !
মোহিনী-মায়ায় প্রবীণ তুমি ;
সঙ্গীতের ছলে সম্মোহিনী-বলে,
ভুলাও নাকি হে দেবতার দলে,
হাসাও কাঁদাও নাচাও সকলে,
দেখাও নিমেষে ত্রিলোক-ভূমি ?

"ত্রি-ভুবন-জয়ী আমি সে 'প্রণয়',
ত্রি-ভুবন সদা মম বশে রয় !
ভুলাইতে যদি পার হে আমায়,
তবে সে বুঝিব ক্ষমতা তব !"
ঈষৎ হাসিয়া গায়ক-প্রবর,
নত করি শির 'প্রণয়'-গোচর

* পাঁচ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চারি ইন্দ্রিয়ের চৈতন্য বিলুপ্ত হইল ; কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা সঙ্গীত শুনিতে লাগিল।

দীনতা প্রকাশ যুড়ে দুই কর
সপ্তমে ধরিল সঙ্গীত নব !

গাইল কিন্নর—“দেখ দেবগণ !”
—বিস্ময়ে সকলে করিলা দর্শন !—
“রজত ভূধরে দেব পঞ্চানন
নিমগ্ন গভীর তপ-সাগরে !
ভয়েতে স্তম্ভিতা প্রকৃতি-সুন্দরী,
ভয়েতে স্তম্ভিতা কানন-বল্লরী,
“ভয়ে ভয়ে ভয়ে বহিছে পবন,
নড়ে না পল্লব স্তব্ধ তরুগণ !
ঝরে না কুসুম পবন-তাড়নে,
ঝঙ্কারে না অলি গুন্ গুন্ স্বনে !
ভয়ে দ্বিজ-কুল না ধরে তান,
ভয়ে নির্ঝরিণী করে না গান,
স্তবধ গম্ভীর ভূধর ডরে !

“সুদূরে দাঁড়ায়ে নন্দিকা-ঈশ্বর,
বাম করে ধৃত ত্রিশূল সুন্দর,
দক্ষিণা তর্জ্জনী ওষ্ঠের উপর,
তীক্ষ্ণ-দৃষ্টে চায় প্রকৃতি পানে

বিশ্বনাথ যোগী ভোলা ত্রি-লোচন,
বিশ্ব-মাতৃ ধ্যানে আছেন মগন ;
তপের প্রভাবে দীপ্ত কলেবর,
জ্বলিতেছে যেন জ্যোতিষ্ক প্রখর !
দীর্ঘ জটাজূট ভূমিতে লুটায়,
নিঃশব্দেতে গঙ্গা তরঙ্গ ঢুলায় !
নিমগন যোগী গভীর ধ্যানে !

"পূজিতে যোগীন্দ্রে জগত-প্রসূতি
আসেন প্রকাশি সু-রূপের দ্যুতি।
"মরি কি সুন্দর যোগিনীর সাজ,
জগত-জননী ধ'রেছেন আজ !
ফুল-ডালা ধরি সঙ্গে সহচরী ;
যোগি-পদ মূলে নমিলা সুন্দরী,
যেন রে রজত-ভূধর-চরণে
সুবর্ণের নদী বহিল !
"লয়ে পুষ্পাঞ্জলি কহিলা পার্ব্বতী
'এ দাসীরে কৃপা কর পশুপতি !
হও হে সদয় পূরাও কামনা,
পূজিব চরণ মনের বাসনা !
লও পুষ্পাঞ্জলি—ধর বিল্ব-দল,

পূজি পদ করি জনম সফল' !—
বলি ফুল-দল পদে সঁপিল !
"সহসা বহিল মলয়-পবন,
সহসা হাসিল তরু-লতা-গণ,
কুহু কুহু রবে ঝঙ্কারিল পিক,
ভ্রমর-গুঞ্জনে পূরিল চৌদিক,
সহসা বসন্ত হইল উদয়,
শিহরিয়া তরু মঞ্জরিত হয় !
জানু পাতি ভূমে 'প্রণয়-রাজন',
আকর্ণ টানিয়া পুষ্প-শরাসন,
সম্মোহন শর হানিল !—
"সহসা টলিল ভূধর-শিখর,
কাঁপিল স্থাবর জঙ্গম নিকর !
শরমে ভবানী ঢাকিলা বদন,
দুরু দুরু হৃদি কাঁপিল সঘন !
দল-মল করি টলিল আসন !
ধূর্জ্জটির জটা কাঁপে ঘন ঘন,
অসময়ে যোগ ভাঙ্গিল !
"শিহরি যোগীন্দ্র মেলিলা নয়ন,
প্রণয়-রাজনে করে বিলোকন !

ক্রোধে জটাজূট ঊর্দ্ধ দিকে উঠে,
ধক্-ধ্বক্ বহ্নি ললাটেতে ছুটে!
ভয়ে দিবাকর পলান্ সত্বর,
তিমিরে নিমগ্ন বিশ্ব-চরাচর!
থর থর থর কাঁপে ত্রি-ভুবন,
ঘোর নাদে সিন্ধু করে গরজন!
অকালে প্রলয় হইল!—

"বিশ্ব-বিনাশন ক্রোধ-হুতাশন,
অদূরে 'প্রণয়ে' করি দরশন,
কোটী উল্কা সম প্রদীপ্ত হইয়া,
ছুটিল সবেগে ঘোর গরজিয়া,
ত্রি-ভুবন দগ্ধ করিয়া!—
"কি কর, কি কর হে শিব শঙ্কর!
বিশ্ব-নাশী ক্রোধ সম্বর সম্বর!
গেল ত্রি-ভুবন.—'প্রণয়-রাজন্'
পলাও, নেহার ছোটে হুতাশন!
কি হের, কি কর, অমর-ঈশ্বর!
গেল গেল 'প্রেম' হও অগ্রসর!
ওই দেখ আহা পুড়িল পুড়িল,

হায় 'প্রীতি' তব কি দশা ঘটিল !"—
সহসা "প্রণয়" সভা ছাড়িয়া—

উর্দ্ধ—উর্দ্ধ-শ্বাসে উঠিয়া ছুটিল !
শচী পাশে"প্রীতি" মূর্চ্ছিতা হইল !
স্তব্ধ দেব-কুল চৌদিকে চাহিল
বিস্ফারিত আঁখি বিস্ময় ভযে !
হেরি বিদ্যারথী * ঈষৎ হাসিল,
নীরবিলা বীণা, মোহিনা টুটিল !
লাজে হেঁট-মুখে 'প্রণয়' ফিরিল !
উঠিলেক 'প্রীতি' চেতন হ'যে !—

ভাঙ্গিল চমক দেবতার দলে,
পবস্পবে চেয়ে হাসে কুতূহলে !
পুলকে দেবেন্দ্র বিদ্যাবথী গলে
পাবিজাত হার অর্পিল !
ক্ষণেক বিশ্রাম লইয়া আবার
করিল কিন্নব বীণায় ঝঙ্কাব,
—পুনঃ মোহমায়া হইল বিস্তার !—
মধুব স্বর কণ্ঠে গাহিল—

দেব-গায়কেব নাম।

"দৈত্য-বিদলিত এ অমরাবতী,
দেবতার ভাগ্যে হ'ল অধোগতি!
দেব-বালাগণ, মলিন বদন,
ঘন আবরণে চন্দ্রমা যেমন!
বদ্ধ-কারাগারে, বিচরিতে নারে,
সদাই শঙ্কিত দৈত্য-অত্যাচারে!
সু-চীর বসন অঙ্গে আচ্ছাদন,
দীনতার ছবি প্রকটে!—
দেব-ভোগ্য যাহা সব(ই) দৈত্যগণ
তেজোদর্প-বলে গ্রাসিছে সঘন!
আলস্যে জড়িত দেবতা সকল,
যেন রে মোহিনী-মায়ায় বিহ্বল!
অসুর-উচ্ছিষ্ট করিয়া ভক্ষণ,
আপনারে ধন্য মানে অনুক্ষণ!
কি আছিল সবে কি হ'য়েছে এবে,
ভ্রমেও বারেক নাহি দেখে ভেবে!
সদাই শঙ্কিত, চমকিত চিত,
অসুরের ঘোর দাপটে!—

"অই শুন কে রে হিমাদ্রির* শিরে
দাঁড়াইয়া তূরী বাজায় গম্ভীরে!
সর্ব্ব-অঙ্গ হ'তে ছুটে তেজোরাশি,
দশ দিকে জ্যোতিঃ ধাইছে প্রকাশি!
পশিল সে তেজ দেবতা শরীরে
বিদ্যুতের প্রায়,—বাজিল গম্ভীরে
হৃদয়ের যন্ত্র, জড়তা টুটিল,
মোহ-নিদ্রা-ঘোর নিমিষে ছুটিল!
সুরাসুরে যুদ্ধ বাধিল!—

"নব বলে বলী দেবতা সকল
মথে দৈত্য-সেনা যেন তৃণ-দল!
ছাড়ে হুহুঙ্কার,—বিশ্ব চরাচর
পদ-ভরে ঘন কাঁপে থর থর!
কোদণ্ড-টঙ্কারে হয় বজ্রনাদ,
চমকিত বিশ্ব শুনিয়া সংহ্রাদ!
নব-তেজে দীপ্ত দেবতা সকল!
ছিন্ন-ভিন্ন করে অসুরের দল!
দৈত্যের রুধিরে অমরা ভাসিল!

* স্বর্গধামে হিমাদ্রির অস্তিত্ব বিচিত্র নহে।

অমরের পুরী অমরে লইল!
জয় জয় রব উঠিল!—"

উৎসাহে দেবেন্দ্র করে জয়-রব!
উৎসাহে গর্জ্জিল আর দেব সব!
সুরাঙ্গনা সবে করে হর্ষ-রব,
হেরিয়া অমর-গায়ক
মুখে মৃদু হাসি বীণা নামাইল,
দেবগণে তবে চেতনা লভিল!
শত সাধুবাদে তাহারে তুষিল
চতুর "প্রণয়-নায়ক!"

শুনিয়া সঙ্গীত, উৎসাহে দেবেন্দ্র,
সুধাপাত্র লয়ে প্রীতির ভরে,
শত সাধুবাদ, উচ্চারি বদনে,
তুষিল অমর-গায়ক-বরে।
জয় কোলাহল, করে দেব-দল,
"জয় শচী-পতি" বলি উচ্ছ্বাসে—
সসম্ভ্রমে সুধা, মস্তকে পরশি,
পিয়িল গায়ক একই শ্বাসে!

বলিলা বাসব, "হে সুর-কলাপি,
বড় প্রীতি আজ দিলে হে প্রাণে,
দেব-রাণী সহ, সুর-বালাগণে
বিমোহিত আজি তোমার গানে!
লও বীণা যন্ত্র, গাও হে আবার
জলদ গম্ভীরে ধর হে তান,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, কি প্রকারে হয়,
গাও গাও সেই মহান্ গান!
কিরূপে সে বিশ্ব, সৃজিলা বিধাতা,
কিরূপে মানব-জনম হয়,
ফল পুষ্প-বতী, সেই বসুমতী,
কিরূপে বা পুনঃ পাইল লয়!"
শুনি বিদ্যারথী, বীণা লয়ে করে,
গাঁথিয়া কঠিন নূতন তন্ত্র,
গাইল গম্ভীরে, মেঘ-মন্দ্র-স্বরে,
কাঁপিল সবার হৃদয়-যন্ত্র!

প্রথম-লহরী।

—*—

সৃষ্টি।

অনন্ত গভীর শূন্য ঘন-ঘোর অন্ধকার,
শব্দ-হীন বর্ণ-হীন ভীম অন্ধ-পারাবার!
ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু কিছু নাই—কিছু নাই,
আদি-হীন অন্ত-হীন একাকার সব ঠাঁই!
গ্রহ, তারা, রবি, শশী, অসংখ্য সৌর-মণ্ডল,
সত্ত্বাহীন, নামহীন, স্থানহীন সে সকল!
অনন্ত-অনন্ত-কোটী কোটী-কল্প-মেয় কাল,
অনন্ত-প্রশান্ত-স্তব্ধ-শূন্যে ব্যাপ্ত তমোজাল।
অনাদি-পরম-ব্রহ্ম নির্গুণ যোগি-প্রবর,
গভীর প্রগাঢ় ধ্যানে মগ্ন বিভু নিরন্তর!

নিমীলিত তিন নেত্র ত্রি-কালের পরিচয় !—
অসম্ভূত কাল তদা তমিস্র জঠরে রয় !
বিশাল বিস্তৃত শূন্য সুপ্ত-নীরবতাময়,
ভীষণ আঁধার-সিন্ধু নিথর নিস্তব্ধে রয় !
কত কোটী বর্ষ-মেয়-কাল এইরূপে গত,
আদিভূত মহাযোগী মহাযোগ-নিদ্রারত !
চৌদিকে অসীম-শূন্যে গভীর আঁধার রাশি
প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে শূন্যে শূন্যে রয় ভাসি !
সে মহান্ শূন্য-গর্ভে ঘোর তমোরাশি মাঝে
একটি জলন্ত-জ্যোতিঃ মরি কি সুন্দর সাজে !
ভেদি তমঃশূন্য-পথে জ্যোতিঃ ছটা নাহি ধায়,
উঠি উঠি মিশে আসি জ্যোতি-অঙ্গে পুনরায় !
এরূপে সচ্চিদানন্দ অধোয় পুরুষ-বর,
রহেন নির্গুণ-ভাবে, যোগ-নিদ্রা ঘোরতর !
অসম্ভূতা প্রকৃতির ভাবী লীলা সত্বাহীন
মহান্ নিস্তব্ধ ভাবে মহাশূন্যে রয় লীন !
অসীম সাগর-বক্ষে যথা সে কীটাণু দল,
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে মিলি ব্যাপ্ত রহে সিন্ধু-জল,
সে ভীম আঁধারে মিশি সূক্ষ্ম পরমাণু স্তর,
প্রশান্ত অনন্ত ব্যাপি স্তব্ধে ভাসে নিরন্তর !

সহসা একটি শ্বাস নিঃসরিলা বিশ্ব-পতি,
পূরিল ওঙ্কার রবে সে অনন্ত শূন্যপথি!
অগাধ-জলধি-গর্ভে বিদরিলে অগ্নি-গিরি
ঘোর রবে বহ্নি যথা উঠে সিন্ধু-বক্ষ চিরি;—
সে গভীর ব্যোম-ভেদী প্রথম প্রণব-রব
দিগন্তে ছুটিল, শূন্য সংক্ষোভিত করি সব!
দল-মলে অণু-রাশি ভীষণ ভীষণ দোলে,
প্রলয় পড়িল যেন সে বিপুল শূন্য-কোলে!
অন্তরে পরমব্রহ্ম শুনি সে প্রণব-গীত
শিহরিয়া করিলেন এক আঁখি উন্মীলিত!
কাঁপিল বিশাল ব্যোম সেই শিহরণ-বলে,
অনন্ত পুলক ব্যাপ্ত অনন্ত দিগ্-মণ্ডলে!
হইল কালের জন্ম, নব দেব-শিশু প্রায়,
নিরখি পরমব্রহ্ম হন পুলকিত কায়!
সহসা অপূর্ব্ব তেজঃ দেহ হ'তে নিঃসরিল,
প্রকৃতি-রূপিণী তদা মহাশক্তি সম্ভবিল!
সঞ্চরিল সেই শক্তি প্রতি পরমাণু-কায়,
সঞ্জীবনী গুণে যেন জড়দেহ প্রাণ পায়!
অসংযত অণুরাশি উথলে সে শক্তি-বলে,
কোটী খণ্ডে চূর্ণ হ'য়ে চৌদিকে ছুটিয়া চলে,

২

ভীষণ আবর্ত্ত তুলি ঘুরিতে ঘুরিতে ধায়—
অনন্তের মহাবর্ত্তে, বিরাট বর্ত্তুল-কায়!—
নেহারি সে আদ্যাশক্তি অনাদি পুরুষ-বর,
'ইচ্ছা'রূপ হইলেন তেজোময় কলেবর!
মিলিল সে তেজোরাশি সেই মহাশক্তি-সনে,
প্রকৃতি-পুরুষ বদ্ধ শুভদ প্রেম-মিলনে!
সেই সংমিলন-ফলে তদা সম্ভাবিত হয়,
সত্ত্ব-রজ-স্তমোরূপ শক্তিমান্ গুণত্রয়!
মুহূর্ত্তে একত্রে মিলি সে মহান্ গুণ তিন,
মহাশক্তি-অঙ্গে অঙ্গে ক্রমশঃ হইল লীন!
সৃষ্টি হেতু রজো-রূপ ব্রহ্মারূপে অধিষ্ঠান!
পালন-কারণে সত্ত্ব-রূপ বিষ্ণু ভগবান্!
লয়-হেতু তমোরূপ মহাযোগী মৃত্যুঞ্জয়!—
নির্গুণ ব্রহ্মের ইতি সগুণ মূরতিত্রয়!—
পরমা-প্রকৃতি-বলে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডচয়,
ধাইল আকাশ-পথে তপ্ত অণু-স্তূপময়।
"সৃষ্টি" "সৃষ্টি" মহামন্ত্রে সঙ্ক্ষোভিল নভঃস্থল;
"সৃষ্টি" "সৃষ্টি" রবে ছুটে ভ্রাম্যমাণ গ্রহদল!
মরুভূমি মাঝে যথা অসংখ্য বালুকা রাশি,
কোটি কোটি মহাবিশ্ব মহাশূন্যে যায় ভাসি!

নাহি মানে বিঘ্ন-বাধা অদম্যা সুরভি প্রায়,
অনাদি অনন্ত-শূন্যে ভীমবেগে সবে ধায়!
চূর্ণ বিচূর্ণিত কেহ পরস্পর সংঘর্ষণে,
সংমিলিত কত বিশ্ব কত মহাবিশ্ব সনে!
কত শত মহাবিশ্ব খণ্ডে খণ্ডে হয় লয়,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত বিশ্ব তাহাতে সৃজিত হয়!
"প্রলয়" "প্রলয়" বলি উঠে তায় ভীম-রোল!
"প্রলয়" "প্রলয়" শব্দে উথলিল শূন্য-কোল!
পরমা-প্রকৃতি হেরি হেন ভাব-বিপর্য্যয়,
সভয়ে বিধাতৃ-পদে ত্বরিতে আশ্রয় লয়!
অমনি অপূর্ব্ব শক্তি তড়িৎ-প্রবাহ প্রায়
মহাশক্তি অঙ্গ হ'তে শূন্য-পথে বেগে ধায়!
স্তব্ধিল সকল বিশ্ব সেই মহাশক্তি-বলে,
"শান্তিঃ" "শান্তিঃ" রব উঠে অনন্ত নভোমণ্ডলে!
অকস্মাৎ অন্তরীক্ষে বিশাল-বিপুলকায়,
সংমিলিত-কোটি-কোটি-প্রজ্বলিত-উল্কা-প্রায়,
প্রখর-প্রদীপ্ত এক "বিরাট ভাস্কর"-বর
মণ্ডলী মণ্ডলী করি ঘিরি ঘিরি বিশ্বেশ্বর
মহাশূন্য কোলে ফেরে—যেন রে আরতি করি,—
পরার্দ্ধ-যোজন-ব্যাপী শূন্যে শূন্য রেখা ধরি!

নিরখি সে মহাদৃশ্য পরমা-প্রকৃতি সতী,
না বুঝিয়া সৃষ্টি-লীলা বিস্ময়-বিভ্রান্ত-মতি,
আপনি আপনা ভুলি ভয়-ভক্তি-বিজড়িত—
কম্পিত-কণ্ঠেতে গায়, বিশ্বপতি স্তুতি-গীত !
"নমস্তে প্রণব-রূপ বাক্য-মনঃ-অগোচর !
অব্যয়, অনন্ত-দেব, ধ্যানাতীত-যোগেশ্বর !
পরাৎপর, পরমাত্মা, শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় হরি !
পরমা-প্রকৃতি-পিতা, বিধাতা, কলুষ-অরি !
সৎ-চিৎ-আনন্দ-রূপ অনাদি-পুরুষ বর !
পরম্-ব্রহ্ম, বিশ্বপিতঃ, স্বয়ম্ভু, পরমেশ্বর !
নিত্য, সত্য, শান্ত, শুদ্ধ, একমেবাদ্বিতীয়ম্ !
নির্ব্বিকল্প, বিশ্ব-রূপ,—শান্তিঃ—শান্তিঃ—শান্তিঃ—ওম্ !'

সহসা সমুখে, নেহারে প্রকৃতি,
বিরাট আকৃতি পুরুষ-বর !
অনন্ত-আকাশ, ব্যাপিয়া মূরতি,
বিশাল চরণ, বিশাল কর !
সে বিরাট-পটে, প্রখর প্রকটে
কোটি কোটি সূর্য্য বিরাট-কায়,
কোটি কোটি বিশ্ব, জ্বলন্ত-মূরতি,
মণ্ডলী করিয়া বেড়িছে তায় !

সে ব্রহ্মাণ্ড-মূলে, নেহারে প্রকৃতি,
মহাশক্তি রূপে আপনি থাকি,
বিশ্ব-সৃষ্টি কাজ, করিছে সাধন,
রজো-রূপ বল হৃদয়ে রাখি !

কিন্তু নাহি ঘুচে সংশয়-কুয়াশা
ভাবিছে প্রকৃতি মনে তখন,
"এ হেন প্রদীপ্ত জগত ব্রহ্মাণ্ডে,
বিধির কি কাজ হবে সাধন !
অমনি সহসা বিরাট শরীরে
দেখিলা অপূর্ব্ব নবীন ছবি,
নানা রূপ ধরি, সে বিশ্ব-মণ্ডল
ফিরে শূন্যে—ঘিরি এবৈক রবি !
কেহ বা ভীষণ, জ্বলন্ত-আকৃতি,
ধূম-বাষ্প-ময় কাহার কায়,
কেহ বা দুস্তর জলধির প্রায়,
দল-মলে জল দুলিছে তায় !
অনন্ত তুষার— ময় দেহ কার,
ঘুরে ঘুরে ফেরে অনন্ত-কোলে,
যেন রে প্রফুল্ল শুভ্র শতদল,
নীল জল-তলে মৃদুল দোলে !

কঠিন পাষাণ কাবো দেহখান,
ভীষণ শ্মশান মতন রয়,
উলঙ্গ ভূধর, কঠোর কঙ্কর,
বুকে সূর্য্য-তেজ করিছে ক্ষয়।
আঁখি-মনোহর, শ্যামল-সুন্দর
কাহার নবীন কমন কায়,
সাগর ভূধর, গুল্ম তরুবর
নদ নদী কত শোভিছে তায়।
কোথা বিরাজিত সু-চির বসন্ত,
কোথাও বা ছয় ঋতুর ক্রম,
চির মধুময়, কুসুম-নিচয়,
হাসে তরুশাখে তারকোপম!
অতি মনোহর, সুন্দর সুন্দর
পশু পক্ষী কোথা করিছে খেলা,
কোন ভূমণ্ডলে, নিরখে বিস্ময়ে
অশরীরা যত জীবের মেলা!
কোন বিশ্বময় অগ্নি-গিরিচয়
ভীষণ অনল নিয়ত ক্ষরে,
চূর্ণ-বিচূর্ণিত, ক্ষয়িত স্খলিত,
আপনার ধ্বংস আপনি করে!

কোথা নিরুপম, সুন্দর গঠন
জ্যোতির্ম্ময় বপুঃ জীবের দলে,
প্রফুল্ল বদনে, করে বিচরণ,
চির-সুখময় জগতী-তলে!
হেরে কোন ধরা, সুখ দুঃখ-ভরা
আধা-আধি যেন আলো আঁধার!
কান্ত দরশন, কত জীবগণ,
হাসে, কাঁদে আর করে বিহার!
দেখে মহাশক্তি, সে সকল বিশ্বে
দ্রুতগামী মেঘ-ছায়ার প্রায়,
কোটি কোটি বর্ষ, স্তরে স্তরে স্তরে,
প্রতিবিম্ব রাখি চলিয়া যায়!
হেরে সবিশেষ, সৃষ্টির উন্মেষ
কোন বিশ্ব-ভূমে ক্রমশঃ হয়,
অণু হ'তে তৃণ, তৃণেতে পাদপ,
কীটাণু হইতে মহাজীবচয়!
নেহারে প্রকৃতি-সতী সে সকল বিশ্ব-মাঝে,
সত্ত্ব-তেজ বুকে ধরি নিজে নানারূপে রাজে।
কোথা—রুদ্র-বেশে মুক্ত-কেশে মহাকালে পদে দলি!
দৈত্য-রূপ তমোজালে আলোকাস্ত্রে দেয় বলি!

কোথা—অগ্নিময়ী বিশ্ব-মাঝে কালেরে শাসন করে!
কোথা—ষড়রিপু জয় করে ষোড়শীর রূপ ধ'রে!
কোথা—ভুবন-মোহিনী রূপে উজলয়ে ত্রি-ভুবন!
কোথা—জলমগ্না বিশ্বে বসি পাতিয়া কমলাসন!
কোথা—নিজ-ভাব-বিপরীতে ধরি রুক্ষ আচরণ,
আপনি আপন ধ্বংস করিতেছে সংসাধন!
কোথা—লোলচর্ম্মা সু-ভীষণা জরতী রূপেতে বাস।
কোথা—জ্ঞান রূপ দণ্ড ধরি অজ্ঞানেরে করে নাশ!
'কোথা—সুবর্ণ আসনে বসি দশদিক উজলিছে!
কোথা—শান্তিময়ী মাতৃ-রূপে শান্তি-সুধা বরষিছে!

নিরখি প্রকৃতি-দেবী সে মহান্ দৃশ্য-চয়—
সংক্ষুব্ধ হৃদয়-সিন্ধু বিস্ময় বিপ্লব-ময়—
বুঝিলা সে সৃষ্টি-তত্ত্ব,—পালনের রীতি সবে,
আপন কর্ত্তব্য তথা—কেমনে সাধন হবে!
কিন্তু ভাবে মনে মনে,—"এই লীলা বিধাতার
কতকাল রহিবে সে পরিণাম কিবা তার?"
অমনি হেরিলা সেই সু-বিশাল দৃশ্য-পটে
অকস্মাৎ কি বিষম ভীষণ অনর্থ ঘটে!—

কক্ষ-চ্যুত বিশ্ব-রাজ্য সংঘর্ষিত হ'য়ে, হায়—
চূর্ণ-বিচূর্ণিত সবে মিশিল ভাস্কর গায়!
নিবিল সে সৌর-জ্যোতিঃ, মহাশূন্য তমোময়!
অনন্তের সৃষ্টি-লীলা অনন্তে হইল লয়!—

হেরি সে প্রলয়-মূর্ত্তি হ'য়ে কণ্টকিত-কায়,
কম্পান্বিতা মহাশক্তি লুটাইলা ব্রহ্ম-পায়!
প্রশান্ত মূরতি তবে ধরিলেন মহেশ্বর,
নিরমল-স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃ-বিভাসিত কলেবর।
হেরি সে মোহন-মূর্ত্তি পুলকে প্রকৃতি সতী
বাহিরিলা বিশ্ব-কার্য্যে বিশ্বপতি করি নতি।

দ্বিতীয় লহরী।

প্রশান্ত গম্ভীরে ওই 'বিরাট ভাস্কর'
ব্রহ্ম-লোক ঘিরি ঘিরি
মহাশূন্য-বক্ষ চিরি,
ভ্রমিছে বিমান-পথে দীপ্ত কলেবর।

সুরম্য নীলিমা-ময় নিথর আকাশে
তপ্ত-স্বর্ণ-পিণ্ড প্রায়,
জ্বলন্ত শরীরে ধায়,
সুবর্ণ-কমল যেন সিন্ধু-জলে ভাসে!

নিমিষে নিমিষে কত দৃশ্য অভিনব
সে বিশাল বিশ্ব-পটে,

প্রতিভাত হ'য়ে উঠে,
মুহূর্ত্তে বিলীন হয়---পুনশ্চ উদ্ভব!

দুস্তর-সাগর-রূপ ধরিছে কখন,—
জ্বলন্ত মহোর্ম্মিদল,
বুকে করে দল-মল,
গভীর বিরাট-দৃশ্য প্রখর ভীষণ!

ঝঞ্ঝাবার্ত্ত-বিলোড়িত সাগর-আকার,—
জ্যোতির তরঙ্গ-গুলি,
আস্ফালয়ে ঢুলি ঢুলি,
উথলি উথলি উঠে হৃদি-পারাবার!

কনক-ভূধর-রাজি হৃদয়ে ধরিয়া
কখন অপূর্ব্ব বেশে,
সাজে কিবা হেসে হেসে,
কনকের নদ নদী উৎস ছুটাইয়া!

দুর্গম কানন সম হ'তেছে কখন,
জ্বলন্ত বাষ্পের তরু
দীর্ঘ, খর্ব্ব, স্থূল, সরু,
বিস্তারিয়া শাখা পত্র শোভিছে কেমন!

কাঞ্চন-নগরী প্রায় অতি মনোহর
কখন সাজিয়া রয়,
অভ্র-ভেদী হর্ম্ম্যচয়,
সুবর্ণের নীরে যেন রঞ্জিত সুন্দর!

এরূপে কতই রূপ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
ধরি সে ভাস্কর বর,
ভ্রমিতেছে নিরন্তর,
মণ্ডলী করিয়া ঘিরি ব্রহ্ম-নিকেতনে!

স্থির-নেত্রে দাঁড়াইয়া প্রকৃতি সুন্দরী
সে ভাস্কর-চূড়া'পরে,
বিস্ময়-বিভ্রম-ভরে,
নিরখিছে বিধাতার সৃষ্টির চাতুরী!

বাম করে বাম গণ্ড করিয়া স্থাপিত,
নয়ন পলক হীন,
চেতনা দৃষ্টিতে লীন,
দাঁড়াইয়া আছে যেন পুতলি চিত্রিত!

নেহারে সুন্দরী চাহি বিস্ফারিত চক্ষে
ঘিরি সে ভাস্কর-বর

ভ্রমে সপ্ত * 'প্রভাকর'
লইয়া দ্বি-সপ্ত * 'বিশ্ব' নিজ নিজ কক্ষে।

প্রতি প্রভাকর চক্রে ঘিরিয়া আবার
চতুঃসপ্ত * 'দিবাকর',
ফিরিতেছে নিরন্তর,
কক্ষে লয়ে সপ্ত * গুণ 'ভুবন'-সম্ভার!

অনন্ত সাগর-বক্ষে বিম্ব-রাশি মত
সে বিপুল শূন্য গায়,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধায়,
কোটি কোটি বিশ্ব—কোটি কোটি 'বিবস্বত'!—

মধুর গম্ভীর মন্দ্রে শূন্য মুখরিত,
যেন সে ব্রহ্মাণ্ড-দাম,
একতানে অবিরাম,
গাহিছে স্রষ্টার মহা মহিমা-সঙ্গীত!

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সেই ভুবন মণ্ডলে
কালের অভেদ্য মায়া

* জ্যোতির্ব্বিদ্যা অদ্যাপি 'প্রকৃতি' দৃষ্ট এই সমস্ত 'বিরাট-ভাস্করা'দি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই।

অঙ্কিত করিয়া ছায়া
গাঁথিছে অপূর্ব্ব-স্তব আশ্চর্য্য কৌশলে!

চাহিয়া চাহিয়া সতী বিস্ময়ে মগন।
ভাব-ভরে জ্ঞানহীন,
ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি ক্ষীণ,
ক্রমশঃ মুদিল বালা চারু ত্রি-নয়ন!

পীড়িত হৃদয় ত্রাসে,—ভাবিছে ব্যাকুলে,
"কিরূপে কেমনে হায়,
বিধাতার অভিপ্রায়
সাধিব একাকী আমি বসি সৃষ্টি-মূলে?"

"ওই যে অনন্ত কোটি নিখিল ভুবন,
কি জানি কেমন সবে,
জিজ্ঞাসিলে কেবা কবে,
কাহার সংহতি সেথা করিব ভ্রমণ।"

সহসা উজলি সেই ভাস্কর মণ্ডল
উদিল একটি কায়া,
—অনন্ত-পুরুষ-ছায়া—
কাঁপিল সে গ্রহ-বর করি টলমল!

চমকি প্রকৃতি সতী মেলিলা নয়ন ;
দেখিলা সম্মুখে তাঁর
দাঁড়ায়ে বিরাটাকার
অপরূপ-রূপ এক পুরুষ-রতন !

রজত-ভূধর-নিভ ধবল শরীরে
ছোটে প্রভা চমৎকার,
বক্ষে পড়ে শ্মশ্রু-ভার,
দীর্ঘ-জটাজূট কিবা শোভিতেছে শিরে।

সম্ভ্রমে প্রণতি করি পুরুষ-প্রবরে,
সু-স্বরে সুধান ধনী,
"কহ দেব কে আপনি,
আগমন হেথা কিবা প্রয়োজন তরে ?"

কর-যোড়ে মহাশক্তি করিয়া প্রণাম
সস্মিতে পুরুষ কয়,
"শুন দেবি, পরিচয়,
বিশ্বের নিয়ন্তা আমি 'মহাকাল' নাম।"

"ছিলাম সৃষ্টির মূলে বিধির ইচ্ছায় ;
বহু বিশ্ব ভ্রমিলাম,

বহু শ্রম করিলাম,
জীবের নিবাস-যোগ্য করিতে তাহায় !

"কিছুতে নারিনু জয়ী হইতে সে রণে ;
প্রবাহের বারিপ্রায়
শ্রমবারি অঙ্গে ধায়,
ডুবিল কতই বিশ্ব সে জল-প্লাবনে !

"কত শত তপ্ত বিশ্ব-গর্ভে পশি নীর
বিদারিল হৃদি তার,
উঠি তেজ ভীমাকার,
ভৈরব আরবে নভে পরশিল শির !

"ভগ্ন-মনে নিরুদ্যমে বসিনু তখন ;
উদিল স্মরণে তবে,
কেমনে সে সৃষ্টি হবে,
প্রকৃতি-পুরুষ দোঁহে না হলে মিলন !

"তাই আসিলাম দেবি তব সন্নিধান ;
যদি হয় অভিমতি,
এস দোঁহে মিলি, সতি !
বিশ্ব-ভূ-মণ্ডলে করি সৃষ্টির বিধান।"

রঞ্জিত সরম-রাগে চারু গণ্ডদ্বয়,
তনুখানি রোমাঞ্চিত,
আঁখি আধ নিমীলিত,
কথা শুনি মৌনে সতী নিম্ন-দৃষ্টে রয়!

নীরব-সম্মতি পেয়ে পুরুষ-প্রবর,
প্রীতি-অনুরাগ-ভরে,
সসম্ভ্রমে সমাদরে
অধরে পরশে ধীরে ধরি সতী-কর!

অমনি সহসা উঠে উথলিয়া
আনন্দে অরুণ-হৃদয়খানি,
ঢুলিয়া ঢুলিয়া, লহরী তুলিয়া,
নাচায় পুরুষ প্রকৃতি-রাণী!

নবীন বসন্তে কুসুম-কানন
নবীন রূপেতে যেমন রাজে,
মানস-মোহন, নয়ন-রঞ্জন,
সাজিল তপন সেরূপ সাজে!

লতা'য়ে লতা'য়ে উঠিল লতিকা
কুসুমিত নব তরুর কায়,

হাসিল কলিকা, নবীনা বালিকা,
ঢল ঢল মুখ তুলিয়া তায়!

শাখায় শাখায় বসি পিকগণ
ডাকিল মধুর পঞ্চম-স্বরে,
—কষিত-কাঞ্চন, দেহের বরণ,—
শ্রুতিমূলে সুধা সেচন করে!

দলে দলে অলি ঘুরিয়া ফিরিয়া
মৃদুল-মধুর গুঞ্জন-ছলে,
হুলু-ধ্বনি দিয়া, বরণ করিয়া,
দেব-দম্পতীরে ঘুরিয়া চলে!

চারিদিক হ'তে উঠিল ছুটিয়া
কনকের চারু নিঝর-চয়,
নাচিয়া নাচিয়া, তরঙ্গ তুলিয়া,
বহিল সরিৎ অমিয়-ময়!

বিলোল-নয়নে চাহিয়া প্রকৃতি
অধরে টিপিয়া মধুর হাসি,
দেখিতেছে সতী, সে শোভা-সম্প্রীতি,—
উছলিয়া পড়ে রূপের রাশি!

কর-কিশলয় সাদরে ধরিয়া
কহে মহাকাল—"কেন গো সতি ?
আপনা ভুলিয়া, কিসের লাগিয়া,
হইতেছ হেন বিমুগ্ধ-মতি ?

"তোমারি স্বরূপ—তুমিই সকল,
তোমারি রূপের ছায়াটি ওই !
বিশ্ব-ভূ-মণ্ডল, হয় শূন্য-তল,
তোমার করুণা-কটাক্ষ বই !

„চল চল সতি, এবে যাই চল,
তন্ন তন্ন করি দেখিতে হবে,
ভ্রমিয়া সকল, জগত-মণ্ডল,
কি প্রকার জীব কোথা সম্ভবে।"

রাখি পতিস্কন্ধে বামেতর কর,
মৃদু-হাসি "চল" বলিলা সতী,
ত্যজিয়া সত্বর, সে আদিত্য-বর
চলিল উভয়ে তড়িদ্-গতি !—

হরষে ভ্রমিলা দোঁহে বিশ্ব কতশত ;
হেরিলা বিস্ময়-ভরে,

অনন্ত-আকাশ 'পরে,
গম্ভীর গৌরবে সবে ঘুরিছে নিয়ত !

বিরাট-বিপুল-দেহ কত বিশ্বচয়,
শত-চন্দ্র-হার পরি,
অপরূপ শোভা ধরি,
অনন্ত নীলিম শূন্য করে শোভাময় !

অদৃশ্য শকতি-সূত্রে নিবদ্ধ সকলে,
কতদূর-দূরান্তরে
থাকি সবে শূন্য-ভরে,
আকর্ষয়ে পরস্পরে অপূর্ব্ব কৌশলে !

একে একে মহাকাল দেন পরিচয়,
কি উদ্দেশে কোন্ ধাম,
কাহার বা কিবা নাম,
সাধিতে হইবে তথা কি কার্য্য-নিচয় !

শুনি সতী ফুল্ল-মতি যতন করিয়া,
সাজাইলা সে সবারে,
নানাবিধ উপচারে,
আপনি মোহিত বালা সে শোভা হেরিয়া !

বিরচিলা ফুলে ফুলে সে লোক-মণ্ডল,
প্রফুল্ল কুসুমচয়
সু-চির-সুবাসময়
নিমিষে কতই রূপে করে ঢল ঢল !

প্রবাহিল সুবাসিত সুধা-তরঙ্গিণী,
সুনির্ম্মল স্বচ্ছ কায়,
মধুর-সঙ্গীত গায়,
নাচিয়া নাচিয়া যায় যেন সুরঙ্গিণী !

অমৃত কিরণ-ধারা বর্ষিল ভাস্কর ;
বিমানে মোহন-তনু,
চির-স্থির ইন্দ্র-ধনুঃ,
পলে পলে কতরূপে ভাতিল অম্বর !

এইরূপে কতরূপে প্রকৃতি সুন্দরী,
ভ্রমিলা কতই বিশ্ব,
কত অপরূপ-দৃশ্য,
সাজাইলা সে সকলে কতরূপ করি !

আকৃতি প্রকৃতি তথা বিচারি বিহিত,
কত শত বিশ্বমূলে.

আপনার করে তুলে,
জীব-উৎপাদিকা শক্তি করিলা নিহিত!

হেসা সমুখে সতী হেরিলা বিস্ময়ে,
আলোড়িয়া নভঃস্থল,
প্রবল ভীষণানল
ধূ ধূ করি জ্বলিতেছে অনন্ত হৃদয়ে!

সহস্র অনল-সিন্ধু হইয়া মিলিত
অজস্র অনল-রাশি
উগারিছে বিশ্বগ্রাসী,
অনল আবর্ত্ত তাহে হ'তেছে ঘূর্ণিত!

সীমা-শূন্য সে ভীষণ অগ্নির-সাগরে
গম্ভীরে তুফান বয়,
জ্বলন্ত তরঙ্গচয়
ভীম-বেগে মুহুর্ম্মুহু আস্ফালন করে!

উঠিতেছে অগ্নি-স্তম্ভ ভেদিয়া গগন,
হুঙ্কারি অনল-রাশি
ছুটিছে দিগন্ত গ্রাসি,
প্রচণ্ড অনল-বৃষ্টি হয় বরিষণ!

সহসা সে ভীম-দৃশ্য হ'লো অন্তর্হিত !
বিস্ময়-বিপ্লুত মতি
সোৎসুকে হেরিলা সতী
অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ তথা প্রস্ফুটিত !

অনন্ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড-নিচয়
সে অনন্ত শূন্য-কায়,
ঘুরিছে বর্ত্তুল-প্রায়,
ঘিরি ঘিরি কোটি কোটি ভাস্কর-বলয় !

আবার সে দৃশ্য যেন ছায়া-বাজি-প্রায়
দেখিতে দেখিতে হায়,
মিশাইল শূন্য-কায়,
অভিনব দৃশ্য-রঙ্গ উদিল তথায় !

হেরিলা বিস্ময়ে বালা অনন্ত-বিস্তৃত
স্নিগ্ধ অমৃতের সিন্ধু,
যেন স্বচ্ছ শুভ্র ইন্দু,
সে অনন্ত শূন্য-কোলে র'য়েছে শায়িত।

অমৃত-লহরী তাহে খেলে অনিবার,
অমৃত-কিরণ-ময়,

উঠিতেছে ফেন-চয়,
ভাসিতেছে বিম্ব-রাশি চন্দ্রমা-আকার!

বিস্ময়-বিহ্বলা হেরি প্রকৃতি বালায়,
কহিলা পুরুষ বর,—
"হের কিবা মনোহর
'ব্রহ্ম-মরীচিকা' দোঁহ, চাতুরী খেলায়।

"নিমিষে নিমিষে দেখ কত রূপ ধরি
শূন্য-পথে করে খেলা,
প্রসারি শোভার মেলা,
ফুটে উঠে শোভা-রাশি অন্তরীক্ষ ভরি!"

আবির্ভূত হ'লো দোঁহে সে মায়া-ভুবনে;
হেরিলা সহসা সতী
আপনার সু-মূরতি
বিম্বিত র'য়েছে যেন সহস্র দর্পণে!

"এ মহা-মুকুরে দেবি!"—কহিলেন কাল,
"হের যথা নিজ ছায়া,
প্রকাশি অনন্ত মায়া,
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে তুমি র'বে চিরকাল!"

ত্যজি ব্রহ্ম-মরীচিকা চলিলা দু-জনে,
নিরখিলা "সত্য-লোক",
"তপোলোক", "জনলোক"-
আদি যত পুণ্যধাম বিখ্যাত ভুবনে!

সাজাইয়া নানা সাজে সে লোক-মণ্ডলে,
হর্ষ-বিকসিত-মনে,
আসিলেন দুই জনে,
সুর-নারী-ঈপ্সিত "সতী-স্বর্গ"-তলে!

সাদরে পুরুষ-বর সম্ভাষি সতীরে
কহিলেন—"মহেশ্বরি!
সাজাও যতন করি,
সু-পবিত্র এই 'সতী-স্বরগ' পুরীরে!

"নিখিল ভুবনে দেবি! তব অংশে যত
জন্মিবে রমণী-কুল,
পবিত্র কুসুম-তুল,
এই 'সতী-স্বর্গে' সবে হবে সমাগত!"

পুলকিত মহাশক্তি শুনি বিবরণ,
প্রকাশি ঐশিকী মায়া,

ধরিয়া মোহিনী কায়া,
সাজাইলা "সতী-স্বর্গ" মনের মতন!

অমৃত-বিদলিত-কুসুম-পরাগ,
বিরচিত-দ্যু-লোক ধরে নব-রাগ!
কনক-আভাময় তরু লতা-দলে,
শোভিল নব-রুচি নানা ফুল-ফলে!
বহুরূপী দ্বিজ কুল বহুল ভাষী,
গাইল, কত রূপ পলকে প্রকাশি!
বহিল বায়ু ভর-পূর সুধাবাসে,
উৎস সুধা-ময় ছুটিল বিলাসে!
ফুটিল শত শত শতদল-হার,
সতী-কুল যা'পরি করিবে বিহার!
ভাতিল চারি শশী গগন-উরসে,
রঙ্গিল তারাদল নাচিল হরষে!
নহিল দিবস সেথা নহিল রাতি,
নৈদাঘ-উষা-সম স্নিগ্ধ তেজো-ভাতি!
ভোগ-যোগ-বাঞ্ছা বিরহিত ভুবনে,
তৃপ্ত হৃদয়-মন বারেক দর্শনে!

এইরূপে সাজাইয়া "সতীস্বর্গ" খানি,
ধরিয়া পতির কর,
প্রীতি-ফুল্ল কলেবর,
চলিলেন শূন্য-পথে ব্রহ্মাণ্ডের রাণী !

যাইতে যাইতে বালা করে বিলোকন.
অপরূপ বিশ্ব দুটি,
শূন্য-পথে ধায় ছুটি,
অপূর্ব্ব প্রভায় দীপ্ত করিয়া গগন :

রঞ্জিত প্রবাল-রাগে চারু কলেবর.
যেন দুটি শোভাময়,
আধ-ফুট কুবলয়,
ঢল ঢল করে এক বৃন্তের উপর !

হেরিয়া সে যুগ্ম বিশ্ব সস্মিত-বদন
সোৎসুকে প্রকৃতি ক'ন,—
"কহ নাথ বিবরণ,
কিবা নাম ধরে ওই যুগল-ভুবন।

"মরি কি সুন্দর শোভা দেখ গো চাহিয়া,
পক্ষ-পুটে স্বর্ণ-ভাতি,

যেন দুটি প্রজাপতি,
উড়িছে বিমান-তলে অঙ্গ দোলাইয়া !"

মৃদু হাসি কহিলেন ত্রি-কালের নাথ,—
"বিচিত্র ও বিশ্বদ্বয়,
প্রীতির পবিত্রালয়,
'কুমার-কুমারী-স্বর্গ' নামে হ'বে খ্যাত !

"অই যে অদূরে সতি, হেরিছ আবার,
স্বচ্ছ দরপণ প্রায়,
মোহন-মসৃণ কায়,
বিশ্ব-খানি ভেসে যায় শূন্য পারাবার,

"বিধাতার সৃষ্টি মাঝে অতি চমৎকার !
শান্তির বিনোদ-বন,
আনন্দের নিকেতন,
"কবি-স্বর্গ' নাম ওর শোভার ভাণ্ডার !"

কথা শুনি বিনোদিনী হ'য়ে পুলকিত,
মন-সাধে প্রাণ পূরি,
সাজায়ে সে স্বর্গপুরী,
চলিলা আবার বালা ভ্রমণে ত্বরিত।

বিগত সহস্র-বর্ষ ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
তবু না ফুরায় হায়,
যত দূর দৃষ্টি যায়,
সহস্র নূতন বিশ্ব পায় নিরখিতে !

দেখি সতী শ্রান্ত-মতি কাতর-বচনে
কালে ক'ন মৃদু-স্বরে,—
"তিষ্ঠ দেব, ক্ষণতরে,
হইয়াছি ক্লান্ত অতি সু দীর্ঘ ভ্রমণে।"

কহিলেন মহাকাল সম্ভাষি দেবীরে—
"ওই যে সমুখে সতি !
তরুণ-অরুণ-জ্যোতি,
শোভিছে ভুবন নীল-অনন্ত শরীরে—

"যেন অভিনব-রুচি অলঙ্কার-প্রায় ;
চল গো ওখানে গিয়া,
শান্তি-বারি অঙ্গে দিয়া,
বিশ্রাম লভিব সুখে মোরা দু-জনায় !"

এত বলি বুকে ধরি লতিকা-ললিত,
আসিয়া এ স্বর্গ-তলে,

উতরিলা কুতূহলে,
—"সুর-লোক" বলি যাহা জগতে বিদিত !—

কহিলা সাধ্বীরে,—"দেবি ! এই যে ভুবন,
ভূ-লোকের অধিবাসী,
পুণ্যাত্মা মানব আসি
রহিবে এথায় ত্যজি নশ্বর-জীবন !

'স্বর্গ' নামে অভিহিতা হইবে এ পুরী ;
সাজাও ইহারে সতি,
সুখ-ময়ী করি অতি,
দেখাও তোমার কারু-কার্য্যের চাতুরী !"

শুনিয়া প্রকৃতি বালা প্রফুল্ল-অন্তরে,
চাহিলা চৌদিক পানে,
সুখ-উদ্বেলিত-প্রাণে,
ফুটিল মধুর হাসি রাতুল-অধরে !

অমনি যেন রে, শোভার সাগরে,
উঠে শোভা উথলিয়া,
তরঙ্গে তরঙ্গে, কত রঙ্গ-ভঙ্গে
পড়ে শোভা উছলিয়া !

কিবা সুরভিত, মৃদুল ললিত,
মারুত বহিয়া যায়,
সুধা-প্রবাহিণী, সুর-তরঙ্গিণী,
তরঙ্গ ঢুলায়ে ধায়!
কিশলয় দলে, সাজি কুতূহলে,
মঞ্জরী মুকুট পরি,
হাসিল মন্দার, শোভার আগার,
হৃদয়ে আসব ধরি!
মনের হরষে, উঠিল উরসে,
মোহিনী মাধবীলতা;
ঢলিয়া ঢলিয়া, সোহাগে গলিয়া,
হেসে যেন কহে কথা!
শোভিল সুন্দর, কল্পতরু-বর,
দেবের গর্ব্বের ধন,
থাকিয়া থাকিয়া, হৃদয় বহিয়া,
হয় সুধা বরিষণ!
সুধাময় কর, বর্ষে দিবাকর,
পূরিত মধুর-বাসে,
হয় ঘন ঘন, মধুর নিক্কণ,
পবনের মৃদু-শ্বাসে!

সাজাইলা সুর-পুরী বিবিধ ভূষণে ;
বিশ্রাম লভিয়া সুখে,
প্রকৃতি প্রফুল্ল-মুখে,
পতি-কর ধরি পুনঃ চলিলা ভ্রমণে !

ভাতিল অম্বর-তল রূপের বিভায়,
সসম্ভ্রমে গ্রহগণ,
করি আঁখি উন্মীলন,
দেখিতে লাগিল সবে ভুলি আপনায় !

প্রজ্বলিত দীপ-শিখা হেরিয়া যেমন,
বিলাস-বিভ্রম-ভরে,
প্রমোদিত-কলেবরে,
ছুটে আসে দলে দলে জ্যোতিরিঙ্গগণ,

তেমতি সে রূপ-ছটা করি দরশন
ক্ষিপ্ত-প্রায় উল্কাগণ,
ছুটে আসে অগণন,
নীলাকাশে জ্যোতিঃ-রেখা প্রকাশি সঘন !

শত শত রবি শশী পরশি চরণে,
করে ঠেলি উল্কা-দল,

নক্ষত্র-সম্ভব স্থল
"নীহারিকা" প্রদেশেতে উদিলা দু-জনে !

ভীষণ ঘূর্ণিত-চক্রে কুলাল যেমতি
মুহুর্মুহু ক্ষিপ্র-করে,
গঠে ঘট থরে থরে,
তেমতি,—বিস্ময়ে চাহি হেরিলেক সতী—

অলঙ্ঘ্য নিয়তি-চক্রে হইয়া ঘূর্ণিত
নভোন্ম্যস্ত উল্কা দলে,
অদৃশ্য শকতি-বলে,
জ্যোতির্ম্ময়ী তারা রূপে হ'তেছে গঠিত !

সে বিরাট যন্ত্র-শালে—নিরখে ললনা—
পলে পলে অবিরল
পুঞ্জ পুঞ্জ তারাদল
হ'তেছে গঠিত—তাহা কে করে গণনা !

মাতৃ-গর্ভে ভ্রূণ সম সে তারকা-হার
হ'তে ক্ষীণ—ক্ষীণতর,
ক্রমে পুষ্ট কলেবর,
কালে কালে ধরে সবে বিরাট আকার !

"এই মহা যন্ত্রালয়ে"—ভূত-পতি ক'ন,
"হের দেবি লক্ষ্য ক'রে,
কোটী উল্কারাশি ধ'রে,
কত বিশ্ব নিরন্তর হ'তেছে সৃজন !

"জন্ম-জরা-মৃত্যু-বশ আমি ক্ষুদ্র-মতি,
সৃষ্টি লীলা বিধাতার,
নাহি সাধ্য বুঝিবার,
নাহি বুঝি আদি, মধ্য, না বুঝি বিরতি !

"না জানি এ অপোগণ্ড বিশ্ব অগণন
কোন্ বিশ্ব লয় হ'লে,
ছুটিবে তাহার স্থলে,
কোন্ দেশে—শূন্য-স্থান করিতে পূরণ ?

"আত্ম-হারা হই দেবি, চিন্তি সমুদয় !
হৃদয়ে তুফান বয়,
বুদ্ধি ছিন্ন ভিন্ন হয়,—
বিধাতার সৃষ্টিতত্ত্ব প্রহেলিকাময় !"

এত বলি মহাবলী স্তব্ধি কিছুক্ষণ,
প্রেয়সীর করে ধরি,

শূন্যপথে ভর করি,
চলিলা ভ্রমণে পুনঃ,—ভাবে মগ্ন মন!

নেহারিলা "ধ্রুবলোক," "সপ্তর্ষি-মণ্ডল";
"রাশিচক্রে" অবতরি,
হেরে তন্ন তন্ন করি,
কিরূপ কিরূপ ভাবে গঠিত সকল!

প্রত্যেক নক্ষত্রলোকে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
বাছিয়া বাছিয়া সবে,
উৎপাদিকা শক্তি তবে,
জগৎ-প্রসূতি দেন প্রকৃতি বুঝিয়া!

তর্জনী হেলায়ে কাল দেখেন তখন,
"হের দেবি হের আগে,
ওই যে রক্তিমা রাগে,
ঘুরিতেছে শূন্য-পথে সহস্রকিরণ—

"সঙ্গে লয়ে অভিনব অষ্ট সহচরে,
ওই সব গ্রহ গণে,
নিরখিয়া দুই জনে,
লভিব বিশ্রাম সুখ প্রফুল্ল-অন্তরে!

শুনিয়া হরষে বালা দ্রুতগতি চলি,
সূর্য্যলোকে অবতরি,
কিরণের বর্ত্ম ধরি,
প্রবেশিলা একে একে গ্রহের মণ্ডলী।

দেখিলেন বুধ শুক্র আদি-গ্রহদ্বয়
যুগল মার্ত্তণ্ড প্রায়,
মার্ত্তণ্ডে বেড়িয়া ধায়,
প্রজ্বলিত দেহ দুটী ধূমবাষ্পময়!

অবতরি "চন্দ্রলোকে," * হেরি সবিশেষ;
—করিতে জীবের সৃষ্টি,—
—করি তথা সুধাবৃষ্টি,—
মহা বীজ রূপে শক্তি করিলা নিবেশ।

বিস্মিতা ললনা চাহি ধরণীর পানে—
দেখিলা সে ধরাতল,
—হৃদয়ে প্রভূত জল,—
দুস্তর জলধি প্রায় ভ্রমিছে বিমানে!

* চন্দ্র এক্ষণে বায়ু জল বিরহিত প্রাণীহীন-মরু, কিন্তু কখন যে উহাতে জল-বায়ু ও জীব নিবাস ছিল না কে বলিতে পারে?

সম্ভাষি শক্তিরে কাল কহে বিবরণ,
"অই দেবি ধরাধাম,
'ভূ-লোক' উহার নাম,
মম শ্রম-নীরে ওই আছে নিমগন!

"কর দেবি তব তেজ উহাতে ক্ষেপণ,
শুষ্ক হোক্ জলরাশি,
উভয়ে ভ্রমিয়া আসি,
অবশিষ্ট গ্রহগণে, চল ততক্ষণ!"

পতির আদেশে সতী পৃথিবী মণ্ডলে
তেজরাশি নিক্ষেপিয়া
পতি অঙ্গে ভর দিয়া,
ধীরে ধীরে উপনীত হইল "মঙ্গলে"।

দেখিলা যুগল চন্দ্র কক্ষেতে লইয়া
ভ্রমিতেছে গ্রহবর,
স্নিগ্ধ শান্ত কলেবর,
শূন্যতলে সুবিশাল বক্ষ বিস্তারিয়া।

জীব-উৎপাদক বীজ নিক্ষেপিয়া তায়,
কত ক্ষুদ্র গ্রহমালা

পশ্চাতে রাখিয়া বালা
তপ্ত-বক্ষ "বৃহস্পতি" নিরখিয়া যায়।

জ্যোতির্ম্ময় উত্তরীয় অঙ্গেতে ধরিয়া
অষ্ট-শশি-বিমণ্ডিত
"শনৈশ্চর" শোভান্বিত
নিরখিলা নীলাকাশে ধাইছে ছুটিয়া!

অবশেষে "নাগলোকে" * হ'য়ে উপনীত
উভয়ে চৌদিকে চায়;
গোধূলির প্রভা-প্রায়,
দেখিলা সে গ্রহ ক্ষীণালোকে আলোকিত!

এই গো! "পাতাল-পুরী"—কহিলেন কাল,—
"রবির উত্তাপ-হীন,
চির-অবসাদে লীন,
বিষাদে ভ্রমিছে যেন শূন্য সুবিশাল!

"অই যে সমুখে সতি, মসীর সমান
হেরিতেছ গ্রহ † আর,

---

* য়ুরেনস্ গ্রহ। † নেপচুন্ গ্রহ।

বোধ হয়, এই দুই গ্রহকে "পাতাল-পুরী" ও "নিরয়"-নামে অভিহিত করায় কাব্যাংশে কোন দোষ স্পর্শে নাই।

ঘোরতম অন্ধকার,
ভীষণ-দর্শন উহা, 'নিরয়' আখ্যান!

"বিকট কুৎসিত দেহ পূতি-গন্ধময়!
রাশি রাশি ধূম উঠে,
মসী-বর্ণ বহ্নি ছুটে,
উত্তপ্ত আঁধারে উহা চির-মগ্ন রয়!

"বীভৎস রসের সেথা সদা সমাবেশ!
ছুটিতেছে অহর্নিশ
তীব্রতম উৎস-বিষ,
পুরীষ-প্রবাহে নিত্য প্লাবিত সে দেশ!

"দুঃখ ক্লেশ যন্ত্রণার নিত্য-নিকেতন!
ভুবনের নরগণ
করি পাপ আচরণ
ভুঞ্জিবে অশেষ সেথা দুর্গতি-দহন!

"হের দেবি! হের অই অজ্ঞাতে তোমার,
কুৎসিত প্রকৃতি তব
ধরিয়া কু অবয়ব
ভয়ঙ্কর-বেশে তথা করিছে বিহার!

"নাহি কাজ হেরি উহা চলগো ফিরিয়া,
নানা আভরণ দিয়া,
কুতূহলে সাজাইয়া,
পুলকে ভ্রমিব দোঁহে 'ভূলোক' বেড়িয়া।"

এত কহি সতী-কর করিয়া ধারণ
দ্রুতগতি মহাকাল
ভেদিয়া সে তমোজাল,
অন্তরীক্ষ-পথে পুনঃ করিলা রোহণ!

তৃতীয়-লহরী।

ভীম হুতাশন গরজি গম্ভীর
মণ্ডলী করিয়া ভীষণ বলে,
যথা, যবে স্ফীত করিয়া শরীর
অটবীর পানে ছুটিয়া চলে,—

চকিত স্তম্ভিত পাদপ-নিচয়
তুলিয়া তুলিয়া শতেক শির,
যেমনি সে বহ্নি পানে চেয়ে রয়,
নীরব নিস্পন্দ গভীর স্থির,—

করি বায়ু বল, ছুটিয়া অনল,
দ্বিগুণ বিক্রমে চৌদিক গ্রাসি,

ভস্মীভূত করি তৃণ-গুল্ম-দল,
পশে বংশ-বনে যেমতি আসি,—

পরশিয়া শিখা গগন-মণ্ডলে
বিরাট-ভৈরব আকার ধরে,
মিলিত হইয়া অনিলে-অনলে
যেন রে মুহূর্ত্তে প্রলয় করে,—

ভীম-শব্দ করি দহে বেণু-বন;
শত শত 'বোম' যেন রে ফোটে !
বায়ুর হুঙ্কার, অনল গর্জ্জন,
ঘোর প্রতিধ্বনি সঘনে ছোটে,—

কাঁপে তরুদল করি থর থর,
পাবকের গ্রাসে গেল রে সব !
প্রজ্বলিত করি চারু কলেবর,
উঠে বহ্নি শিখা ভেদিয়া নভ !—

মুহূর্ত্তে করিয়া ভস্ম-অবশেষ
সেই সে কানন ভুবন-ভরা,
যেমনি সে অগ্নি নিজে হয় শেষ,
ধূ ধূ করে সুধু উলঙ্গ-ধরা !—

তেমতি প্রচণ্ড গভীর হুঙ্কারি
প্রকৃতির তেজঃ শরীর হ'তে,
ঝলকে ঝলকে অনল উগারি
ধাইল সবেগে আকাশ-পথে !

ভয়েতে স্তম্ভিত দিক্ সমুদয়,
সভয়ে কম্পিত জ্যোতিষ্কগণ,
ভাবিল অকালে হইল প্রলয়,
অনলে বিশ্বের হ'ল দহন !

ছুটিল রে তেজঃ ভূ-লোকের পানে
প্রদীপ্ত করিয়া বিমান-তল ;
সে ভীষণ-দৃশ্য নেহারি নয়ানে
উচ্ছ্বসিল ত্রাসে ভূতল-জল !

কোটি উল্কা সম জ্বলন্ত-আকারে,
কোটি বজ্রপ্রায় গর্জ্জন করি,
পড়িল সে তেজঃ বিশ্ব-পারাবারে,
হইল প্রলয় ভুবন ভরি !

যথা অগ্নি-গিরি হৃদয় বিদারি
হুঙ্কারিয়া উঠে অনল রাশি,

দ্রব-ধাতু-স্রোত সঘনে ফুৎকারি
ঊর্দ্ধপানে ধায় জগত গ্রাসি!

সে রূপে গর্জ্জিয়া মহাসিন্ধু-বারি
উচ্ছ্বাসি আলোড়ি উঠিয়া হায়,
—প্রকৃতির তেজঃ সহিতে না পারি!—
উড়িল আকাশে রেণুর প্রায়!

জলদের রূপে ভাসিল সে জল
বিমানে ধূনিত কাপাস-প্রায়,
প্রকৃতির তেজঃ বিদ্যুৎ-অনল—
ঝলকে ঝলকে জ্বলিল তায়!

কত বারি-রাশি প্রবাহ বহিয়া
পশিল ভুবন-বিবর-তলে,
মহাশক্তি-তেজঃ তাহাতে মিশিয়া
বাড়ব-অনল রূপেতে জ্বলে!

অপসৃত জল, বিলুপ্ত অনল,
মগ্ন-হৃদে ধরা বিকট হাসে!
দাঁড়ায়ে উলঙ্গ ভূধর সকল,
যেন পঞ্চানন শ্মশান-বাসে!

হের হের অই কি শোভা আকাশে,
যেন শত শত শারদ-শশী
তরুণ-অরুণে ধরি বাহু-পাশে,
ভূ-তলে যেন রে পড়িছে খসি!

জগত-প্রসূতি পরমা শকতি
আসেন ভূলোকে পতির সনে,
যেন শুভ্র-শুচি মরাল-দম্পতি,
উড়িছে আকাশে প্রফুল্ল-মনে!

কৌমুদী বিকাশে বদনের ভাসে,
রূপে দশদিক ক'রেছে আলা
চাঁচর-চিকুর উড়িছে আকাশে,
চরণে দুলিছে তড়িৎ-মালা!

উতরিলা বালা আসি ধরাতলে,
অমনি শিহরি ধরণী-রাণী,
শ্যামল কোমল নব-শষ্প-দলে
পাতিল সু-চারু আসনখানি!

দাঁড়াইয়া সতী ফেলিলা নিশ্বাস
পতি কর ধরি হরষ-ভরে,

বহিল মৃদুল সুরভি-বাতাস,
সৌরভে ভুবন আমোদ করে!

নেহারি পুলক-প্রফুল্ল বদনে
সম্ভাষিয়া কাল প্রকৃতি রাণী
কহে,—"হের দেবি! তব আগমনে,
কি শোভা ধরিল ধরণী খানি!"

ঈষদ্ হাসিয়া স্বয়ম্ভু-সুন্দরী
চাহে ধরাপানে প্রীতির ভরে,
ঢুলিয়া ঢুলিয়া তুলিয়া লহরী
চারিদিকে যেন অমিয় ঝরে!

করে-করে ধরি হরষিত মনে
ভ্রমে দুই জনে ভূ-লোকময়,
ধরণীর বক্ষে যে পদ স্পর্শনে
কত শোভারাশি ফুটিয়া রয়!

নবীন কোমল শ্যাম শষ্পদল
প্রকৃতির পদ ধরিয়া শিরে,
ভাবে ঢল ঢল, হইয়া বিহ্বল,
ঢ়লে ঢ়লে পড়ে অলসে ধীরে!

শীহরি অঙ্কুর তরু নানাজাতি
পুষ্প-ফল-দলে অঞ্জলি ধ'রে,
বিশ্ব জননীরে—ভক্তি প্রীতে মাতি—
নত শিরে সবে প্রণতি করে!

ভেদিয়া ভূধর ছুটিল নির্ঝর
কল কল স্বরে তুলিয়া তান!
দুলে দুলে চলে লহরী-নিকর
ঢুলে ঢুলে পড়ে তরল-প্রাণ!

এরূপে প্রকৃতি পতির সংহতি
করেন ভ্রমণ ধরণী-তলে,
যথা হয় চারু চরণের গতি
শোভারাশি তথা পড়ে রে ঢ'লে!

ঝরে স্বেদ-বারি ললাটে কপোলে,
বিকচ কমলে শিশির-প্রায়!
চারু মুকুতার হার যেন দোলে
মৃদুল মৃদুল মৃদুল বায়!

জীব-উৎপাদক বীজ মিলিয়া সে স্বেদ-সনে
পড়িল ধরণী-বক্ষে স্নিগ্ধ-নীর আবরণে!

শিহরিয়া বসুমতী হেরিয়া সে মহাবীজ,
পরম পবিত্র মনে ধরিলা জঠরে নিজ!
সম্ভবিল জীব তাহে সূক্ষ্ম অণু-সমতুল,
ধরণীর ভাবী মহা-জীবের সে আদি মূল!

সহসা প্রকৃতি দেখিলা চাহিয়া
ভূতলে সে নব-জীবের লীলা,
কিবা অভিনব জীবন লভিয়া
ধরণীর বক্ষে করিছে খেলা!

ত্বরিতে ছুটিয়া হৃদয়ে ধরিয়া
পুলকে সে জীবে, কহেন সতী,
—গদগদ ভাবে পতিরে ডাকিয়া,—
বিস্ময়-হরষে পূরিত মতি!

"দেখ দেখ দেব! দেখ গো চাহিয়া,
কি সুন্দর জীব ধরণীতলে!
কোথা হ'তে কিছু না পাই ভাবিয়া
সহসা উদিল—কি মায়া-বলে!

"কি জানি কি ভাবে ভুলিল এ মন
নেহারি ইহার মোহন-কায়,

ইচ্ছা করে বুকে রাখি অনুক্ষণ
যতনে পালন করি সুধায় !”

হাসিয়া কহিলা পুরুষ-প্রকর
নিরখিয়া সেই জীবের প্রতি,
“তোমার অঙ্গজ এ জীব সুন্দর
তোমারি প্রভায় জনমে সতি !

“ধরণীর ভাবী মহাজীবগণ
এই জীব হ'তে জনম ল'বে,
কর তব শক্তি-কণা বিতরণ,
সেই বলে ক্রমে বিকাশ হবে !

“তব স্বেদ-নীরে ইহার জনম,
নীরেতে বিকাশ পাইবে এই,
কর দেবি, নীর-নিধিরে অর্পণ
যতনে ইহারে পালিবে সেই!

“তোমার অন্তরে হেরিয়া ইহারে
যে ভাব উদয় হইল সতি !
‘মায়া’ নামে তাহা জগত-সংসারে
রহিবে—হইবে জীবের গতি !

"এই 'মায়া' হবে অতুল্যা জগতে,
'মায়া'র বন্ধনে বাঁধিবে সব,
জীবের হৃদয়ে পরতে পরতে
'মায়াঁ'র গাঁথনি রহিবে তব !"

পরমা প্রকৃতি শুনিয়া ভারতী,
লয়ে সে কীটাণু যতন করি,
যথা-পরিমাণ প্রদানি শকতি
জলধির কোলে দিলেন ধরি !

উৎসুক-নয়নে চাহিয়া চাহিয়া
বিকাশ-রহস্য হেরেন তায়
কোটি কোটি জীব মুহূর্ত্তে জন্মিয়া
ক্রমশঃ ক্রমশঃ উন্নতি পায়।

প্রত্যেক ক্রমেতে পরমা-শকতি
দেন শক্তি নব প্রাণীর মূলে,
সেই শক্তি-বলে জীবের সন্ততি
লভে উচ্চ স্তর গুণ্ঠন খুলে !

জনমিল শুক্তি শঙ্খ অগণন
বর্ম্ম-আবরিত কোমল-কায়,

কতই শম্বূক অপূর্ব্ব গঠন
মহাসিন্ধু-তলে প্রকাশ পায়।

হইল ক্রমেতে মীনের আকার,
শ্রেষ্ঠতম জীব জলধি-তলে!
নবীন জীবনে করয়ে বিহার
প্রশান্ত গভীর অতল-জলে!

ক্রমে মীন হ'তে 'কমঠ' শরীরে
হইল উন্নত শক্তির বলে,
অপূর্ব্ব মিশ্রণে হয় ধীরে ধীরে
'বরাহ'-জনম ধরণীতলে।

জনমিল জীব কতই প্রকার
পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গচয়,
কত সরীসৃপ ভীষণ-আকার
জনমিল পুনঃ পাইল লয়।

জন্মিল বিপুল বিস্তৃত-শরীর,
পৃথুল-জঠর 'বারণ'-সম,
রক্তিম-নয়ন—প্রচণ্ড মিহির—
করাল বদন ভুজঙ্গগণ!

দীর্ঘ চতুষ্পদে স্থ-বক্র নখর,
বিদারে ধরণী বিষম ঘাতে !
ভীম গরজনে কাঁপে চরাচর,
বহে যেন ঝড় নিশ্বাস-বাতে !

স্থ-বিশাল পক্ষে আবরি গগন,
উড়িল বিপুল বিহঙ্গ-বর।
পক্ষ-বায়ু-ঘাতে চূর্ণ তরুগণ,
বজ্রসম তীব্র ভীষণ-স্বর !

আধ কূর্ম্ম আধ গবের গঠন
প্রকাণ্ড-শরীর জীব-নিচয়
জনমিল অতি বীভৎস-দর্শন,
করে বিচরণ ভুবনময়।

মহা-শূর্প-সম পক্ষ বিভীষণ,
ঘোর কৃষ্ণ অজগরের প্রায়,
—কুলালের চক্র ঘুরে তু'নয়ন—
জনমিল প্রাণী বিশালকায়।

শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠ আরো শ্রেষ্ঠতম
কত জীব জন্মে অবনী'পর,

কিন্তু নাহি হয় পরিতৃপ্ত মন,
না জন্মে প্রাণের আদর্শ—"নর"!

হতাশে প্রকৃতি ফিরায়ে বদন
শরমে চাহিলা পতির পানে,
হাসি হাসি মুখে পুরুষ তখন
কহিলেন কথা সতীর স্থানে,—

"এরূপে না হবে মানব-জনম,
বৃথা হবে আশা, শুন কথা মম!
পূত-উপাদানে নর-কলেবর
হইবে গঠিতে,—পৃথিবী-ভিতর
হবে শ্রেষ্ঠ নর.—জীবের প্রধান,
কমনীয়-বপু—দেবতা সমান!
মম তেজঃ লয়ে—মম ছায়া সনে—
তব শক্তি-রাশি মিলায়ে যতনে,
ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুত, আকাশ,
পঞ্চভূতে করি একত্রে বিকাশ,
হইবে গঠিতে মানব শরীর
দয়া মায়া প্রীতি হৃদয়ে দিয়া!

অস্ফুট কুসুম-কলিকা-সমান
দিতে হবে তাহে স্মৃতি, মেধা, জ্ঞান।
—যথা হয় কলি ক্রমশঃ প্রকাশ
ক্রমে হবে নরে বুদ্ধির বিকাশ।
জ্ঞানালোকে হবে মণ্ডিত হিয়া!—

নর-জন্ম-তত্ত্ব-কথা শুনি সতী
মিলিল পুলকে পতির সংহতি!
ধরি পতি তেজঃ পবিত্র অন্তরে,
নিজ শক্তি সহ সংমিলিত ক'রে,
পতি-ছায়া সনে পঞ্চভূত দিয়া
গড়িল সুচারু মানব-কায়!

দিলা বৃত্তি-রাশি হৃদয় পূরিয়া,
দিলা ধৃতি, জ্ঞান, অন্তর ভরিয়া,
হৃৎ-পিণ্ড ভরি' দিলা প্রাণ-বায়ু,
দিলা সে চেতনা, দিলা পরমায়ু,
পাছে দিলা মহা-শকতি তায়॥

জন্মিল মানব সুন্দর-গঠন।
পুলকে ধরণী হাসিল মোহন!
হাসে দশদিক্ স্থাবর জঙ্গম,
অন্তরীক্ষে গান হয় সুধাসম।
পুরুষ প্রকৃতি থাকিয়া অন্তরে
মানবের কার্য্য দেখেন চেয়ে।

সহসা মানব নিদ্রোত্থিত প্রায়
চমকি উঠিয়া চারিদিকে চায়।
চাহে ধরাপানে বিস্তৃত-নয়নে,
স্থির-দৃষ্টে পুনঃ নেহারে গগনে।
তন্ন তন্ন করি করে নিরীক্ষণ
আপনার অঙ্গ, আপন গঠন,
চির অন্ধ জন নেহারে যেমন
সহসা নয়ন-রতন পেয়ে!

কিন্তু স্ফূর্ত্তিহীন অন্তর তাহার,
জীবন্তে যেন রে জড়ের আকার!
হৃদয়ের ভাব উদাস উদাস,
নিঝুম গম্ভীর মুখে নাহি ভাস।
নাহি সরে বাক্য বদনে তার!

নিরখি প্রকৃতি পতি পানে চান,
ভগ্ন-হৃদি খানি, বিষণ্ণ বয়ান!
বুঝি মনোভাব কহিলেন কাল—
“গঠহ প্রকৃতি ঘুচবে জঞ্জাল!
প্রকৃতি-বিহনে-পুরুষ নয়নে
শূন্য-ময় এই জগদাগার!

“পুরুষে গড়িলে যেই উপাদানে,
সেই সব দেবি! কর এক স্থানে,
দিয়া তব শক্তি—তোমার ছায়ায়,
মম তেজ-কণা মিলাও তাহায়,
জন্মিবে রমণী অংশেতে তোমার।
প্রকৃতি-পুরুষে পূরিবে সংসার!”

শুনিয়া প্রকৃতি, পুলকিত অতি,
গঠিলেন নারী পবিত্র-মনে!
উথলিল স্নেহ নেহারি মূরতি,
ঝরে ক্ষীর-ধারা যুগল-স্তনে!

মুকুরে বিম্বিত ছায়ার মতন,
দীপ হ'তে দীপ্ত প্রদীপ-প্রায়,

প্রকৃতির চারু রূপের কিরণ
প্রতিভাত হ'ল নারীর কায়!

লাবণ্য-সাগরে বহিল পবন,
উঠিল রুচির তরঙ্গ দুটি!
যুগ্ম শশধরে হইল মিলন,
দুটি হেম-পদ্ম উঠিল ফুটি!

বিমোহিত দেব ত্রি-কাল ঈশ্বর,
যুগল-মাধুরী দর্শন করি,
ছুটিল অন্তরে প্রীতির নির্ঝর,
বহিল প্রবাহ হৃদয় ভরি!

হেরেন কাহারে?—ভাবিয়া বিহ্বল;—
একটি প্রেমের প্রফুল্ল ফুল!
অপর স্নেহের কলিকা বিমল,
উভয়েরি যেগো নাহিক তুল!

ঈষৎ হাসিয়া প্রকৃতি সুন্দরী
বুঝিয়া তখন পতির মন,
দুহিতার কর নিজ করে ধরি
পূজিলেন আসি পতি-চরণ!

* * * *

* * *

নিস্তব্ধ গায়ক-বর বীণা নামাইলা,
ললাটের স্বেদ-বারি বসনে মুছিলা।
কহিলা সে দেবরাজে সু-দীন-বচনে,
"কেন ওহে সুর-নাথ এই হীন জনে,
থাকিতে কোকিল-কণ্ঠ সু-কোবিদগণ,
গাইতে এ মহা-গীত করিলে বরণ?
সহজে দুর্ব্বল আমি,—অসাধ্য আমার
করিতে 'হেমের' তারে গভীর ঝঙ্কার!
'নবীনের' সু-মধুর উচ্চ-কণ্ঠ-রব
নাহিক আমার, তবে কেমনে বাসব!
তুষিব হৃদয় তব সুমধুর গানে,
লভিব যশের মালা সভা বিদ্যমানে

শুনি সুরপতি পুনঃ সাধুবাদে
তুষিয়া গায়ক-বরে,
আদেশিলা তারে গাইতে আবার
সুধা-পাত্র দিয়া করে!

পিয়িয়া অমৃত গায়ক-প্রবর
নমি শিরঃ সভা-তলে !
করিল হরষে বীণায় ঝঙ্কার
সুধা-রাশি ক্ষরে গলে !

চতুর্থ-লহরী।

(স্থিতি)

চন্দ্রমা-শালিনী মধুর যামিনী,
বিমল-রজত-কিরণ-ধারা
ঢালিতেছে শশী, নীলাকাশে বসি,
ভাবের আবেশে আপনা-হারা!
তারকা-বালিকা, নীল-যবনিকা
ধীরে ধীরে তুলি দেখিছে চেয়ে
ধরণী কেমন প'রেছে ভূষণ,
মোহন-চাঁদের কিরণ পেয়ে!
সূক্ষ্ম সুললিত, সুধা-ধবলিত,
উড়ে যায় মেঘ দু-একখানি,

যেন কুতূহলে, বসন-অঞ্চলে,
পবন ঢুলান প্রকৃতি-রাণী !
মনো-বিমোহন সুরভি পবন
মৃদু মৃদু কিবা বহিয়া যায়,
কৃশাঙ্গী বল্লরী নৃত্য করি করি,
সুধাংশু-কিরণ মাখিছে কায় !
তরুর শীরষে বসিয়া হরষে
তবকে তবকে কুসুম-রাশি,
সুর-বালা প্রায়, অধর-আগায়
ঢুলায় মধুর মৃদুল হাসি !
সুখের আবাসে বসিয়া উল্লাসে
দু'একটি পাখী করিছে গান ;
উচ্চে কণ্ঠ তুলি ক্ষুদ্র ঝিল্লীগুলি
ভাবে ভোর হ'য়ে ধরিছে তান !
নীরবে ভূধর মাখি শুভ্র-কর
আছে বসি মহাযোগীর প্রায় !
করি ঝর ঝর নির্ঝর-নিকর
কৌমুদী মথিয়া চলিয়া যায়।
প্রকৃতি-সুন্দরী চতুরালি করি,
খুলিয়া যেনরে রূপের-হাট,

খিন্ন-মতি নর তুষিতে অন্তর
দেখান তাহারে শোভার নাট!—

এই নিশাকালে—এ হেন সময়ে—
ভ্রমিছে মানব উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে!
স্থির-দৃষ্টে চাহি ভূতলের পানে
চলে ধীরে ধীরে আপন মনে;
স্বভাবের সেই শোভা বিমোহন
বারেক নয়নে করেনা দর্শন,
বাজেনা তাহার হৃদয়ের তার
প্রকৃতির সেই গানের সনে!

উদ্দেশ্য-বিহীন গতি অবিরাম,
নাহি মানে বাধা না করে বিশ্রাম,
দেখিয়া সে ভাব ব্রততী-বালিকা
চরণে বেড়িয়া ধরিছে তায়!
ভ্রূ-ক্ষেপ না করি চলিছে মানব
বিঘ্ন-বাধা সব করি পরাভব,
লুটায় লতিকা আহা মরি মরি,—
ছিন্ন-ভিন্ন হয় ললিত-কায়!—

চলিছে মানব না জানে কোথায় ?
কেন বা চলিছে, কিসের আশায় ?
কিছু নাহি জানে কি জাগিছে প্রাণে—
        চলিছে কলের পুতলি যেন !—
হৃদয় গম্ভীর সাগর সমান,
না বহে একটি তরঙ্গ-তুফান !
অধর-বেলায় নাহিক খেলায়
        একটি হাসির লহরী-ফেন !—

উঠে গিরি-শিরে, কন্দরে কন্দরে
ভ্রমে শূন্য-মনে বিকল-অন্তরে !
না জানে আপনা, কিসের ভাবনা,
        কেন বা ভাবিছে,— কেমন করি !—
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সহসা আসিয়া
নির্ঝরিণী তীরে রহে দাঁড়াইয়া ;
ঝর ঝর স্বরে বারি রাশি ঝরে
        সুধাকর-কর হৃদয়ে ধরি !—

নাহি তাহে দৃষ্টি—গম্ভীরে মানব
দাঁড়াইয়া কূলে নিস্পন্দ নীরব !—

পাষাণে গঠিত মুরতি যেনরে
বিজনে স্থাপিত করিল কেহ !—
চকিত-নয়না হরিণী সকল
আসি দলে দলে পান করি জল
বিস্ময়-স্ফারিত লোচনে চাহিয়া
হেরে মানবের নবীন দেহ ;—

ধীরে ধীরে সবে নিকটে আসিয়া,
তুলিয়া বদন চাহিয়া চাহিয়া,
দেখে মুখ তার নয়ন মেলিয়া,
নীরবে কি যেন জিজ্ঞাসে তায় !
নিস্পন্দ মানব না দেখে চাহিয়া,
নিশ্চল নয়নে রহে দাঁড়াইয়া !
দেখিয়া সে ভাব হরিণী সকল
ঘ্রাণ করি দেহ চলিয়া যায় !

একিরে সহসা ভুবন ভরিয়া
শোভা রাশি যেন উঠিল ফুটিয়া,
ঢালিল সুধাংশু খুলিয়া হৃদয়
সুধার আসার সহস্র-ধারে।

মেলিয়া নয়ন হাসিল কলিকা,
ঢুলিয়া ঢুলিয়া নাচিল লতিকা,
মৃদুল মৃদুল বহিল অনিল,
—ছুটিতে না পারে সৌরভ-ভারে!—

সুমধুর শব্দে বাজিল বাজনা,
—কে বাজায় কোথা নাহি যায় জানা!—
উঠে সুধাময় সঙ্গীত-লহরী,
প্রতিধ্বনি তুলি ভাসিয়া যায়!
নাচিয়া নাচিয়া ছুটিতে ছুটিতে
নির্ঝরের বারি স্তব্ধ আচম্বিতে!
যেন কোন নব শোভা নিরখিতে
গদগদ-ভাবে নীরবে চায়!

একিরে আবার নূতন ব্যাপার!
খুলিয়া নূতন শোভার ভাণ্ডার
শত শত শশী হ'য়ে একাকার
ভূতলে যেনরে উদিল আসি!
কেরে অই নারী অতুলা সুন্দরী,
রূপের বিভায় দিক আলো করি,

আসে ধীরি ধীরি, আহা মরি মরি,
অধরে খেলিছে মধুর হাসি!—

ভুবনের ভাবী নরের জননী
পুরুষে ভেটিতে আসেন আপনি,
অঙ্গে অঙ্গে যেন ভাসে নিশামণি
সঙ্গে সঙ্গে শোভা ছুটিয়া যায়!
প্রকৃতির ছাযে রমণী গঠিতা,
পুরুষ বিহনে আশ্রয-রহিতা,
স্বতঃ সে অভাব পূরণে চেষ্টিতা,
কিন্তু নাহি জানে প্রাণে কি চায়,—

দশদিকে তারে অজ্ঞাত প্রেরণা
চালায সতত;—অপূর্ণ বাসনা
পারণতি-লাভ-চেষ্টা অগণনা
কামিনীর মনে আনি যোগায়!—
কুসুম-ভূষণে অঙ্গ সাজাইয়া,
—জন্মহ'তে নারী অলঙ্কার-প্রিয়া!—
কুসুমের গুচ্ছ করেতে ধরিয়া
মরাল-গমনে রমণী ধায়।

পিছে চলে এক হরিণী-বালিকা,
—প্রথম স্নেহের জীবন্ত কলিকা!—
—তার (ও) গলে শোভে কুসুম-মালিকা!—
　　নবীন নশ্বর কোমল কায়:
রমণীর চারু চাঁচর চিকুর,
আগুল্‌ফ-লম্বিত সুরভি মেদুর,
দুলিছে পশ্চাতে মৃদুল মধুর,
　　ললিত লহরী খেলিছে তায়!

চলিতে চলিতে চমকি রমণী
নিরখি মানবে দাঁড়াল অমনি,
চাহি স্থির-নেত্রে বিশাল-নয়নী
　　হেরেন তাহারে বিস্ময়-ভরে!
সঙ্গিনী হরিণী দাঁড়ায় থমকে,
বিস্ময়-সন্ত্রাস-বিস্ফারিত চ'খে
করে বায়ু-ঘ্রাণ চাহি মানবকে,
　　পুনঃ নারী-দেহ আঘ্রাণ করে!

সহসা মানব চাহিয়া দেখিল,
—যোগ-নিদ্রা যেন সহসা টুটিল!—

চারি আঁখি তবে একত্রে মিলিল,
অভিনব ভাবে ভরিল প্রাণি !
আসি আশু-গতি নারী-সন্নিধানে
স্থির-দৃষ্টে চাহি নেহারে বয়ানে,
আর বার হেরে সুধাকর পানে,
আবার দেখে সে বদনখানি !—

ধরে ধীরে ধীরে রমণীর করে,
অমনি তড়িৎ ছুটিল অন্তরে,
উঠিল তরঙ্গ হৃদয়-সাগরে,
ফুটিল সহসা বদনে ভায !
উদ্বেলিত-প্রাণে উন্মত্তের প্রায়
কহে কত কথা মদির-ভাষায়,
দুরু দুরু হৃদি থর থর কায়,
নাসিকায় বহে সঘন-শ্বাস !—

"কে তুমি গো বালা আনন্দ-রূপিণি ?
জীবন-দায়িনি,—প্রিয়ে,—প্রণয়িনি !—
—আহা আহা ওরে কি কথা বলিনু ?
কি জানি কেমনে—কি কথা কহিনু ?

কে বলিছে,—আমি ?—কিছুত বুঝি না।
কেমনে কি করি কিছুত জানি না !—
কি যেন হৃদয়ে ছিল লুকাইয়া,
কি যেন হেথায় ছিলরে বাঁধিয়া,
উচ্ছ্বসিত বেগে নির্ঝরের প্রায়
ছুটিয়া ধাইল সহস্র ধারায় !
কে তুমি সুন্দরি !—মম প্রাণেশ্বরি ?
এস এস প্রিয়ে হৃদয়েতে ধরি !
এস প্রিয়তমে, জীবন-সঙ্গিনি,
এস এস দেবি হৃদয়-রঞ্জিনি !"
বলিয়া সোহাগে, দীপ্ত অনুরাগে,
চুমিল বালার কমল-মুখ !
টলিল ভূধর সেই সে সোহাগে !
ঘুরিল মেদিনী নব অনুরাগে !
ছুটিল পবন আনন্দে মাতিয়া !
হাসিল কুসুম নাচিয়া নাচিয়া !
আদি-প্রেমিকের প্রথম চুম্বন,
দিল যেন সবে নূতন জীবন !
ভূতলে উথলে অতুল সুখ !—

নবীন প্রেমের অরুণ-প্রভায়
ধৃতির কমল-কলিকা ফুটায়,
সহসা নেহারে যেন দু-জনায়
নূতন নয়নে নবীনভবে।
সে প্রেম-প্রভাবে অমনি-দু-জনা
নিসর্গ-স্রষ্টার শৃঙ্খল রচনা
নিরখে প্রথম হ'য়ে হৃষ্ট-মনা—
অভিজ্ঞতা-বীজ অঙ্কুর লভে।—

প্রকৃতি পুরুষ নিকটে আসিয়া,
সাদরে দোঁহার মস্তক চুমিয়া,
শুভ স্বস্তিবাদে আশীষ করিয়া,
দোঁহারে সঁপিলা দোঁহার করে ;
চাহিয়া পুরুষে প্রকৃতি সুন্দরী,
—হরসে উরসে কর ন্যস্ত করি—
কহিলেন,—"মনু! এ নব বল্লরী
ভবে র'বে তব আশ্রয় ভরে—

সহকার-রূপে তুমি অনুক্ষণ
হৃদয়ে ইহারে করিবে ধারণ,

প্রেম-অনুরাগ করি বিতরণ
সতত তুষিবে ইহার চিত,
এ রমণী মম মানস-প্রতিমা,
ভবের পবিত্র-পুণ্যের গরিমা,
ছায়া-রূপে তব ঘোষিবে মহিমা,
সাধিবে নিয়ত তোমার হিত!"

নারীর চিবুক চুমি বার বার
কহিলেন,—"ও গো 'মানসি' আমার!
সংসার-সাগরে তব কর্ণধার
এই মহাজনে জানিও আজ;
শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি হৃদয়ে মাখিয়া,
পতিরে প্রত্যক্ষ দেবতা জানিয়া,
প্রেম অনুরাগে পবিত্র হইয়া,
বিহরিবে সদা ধরণি-মাঝ!"

"দয়া মায়া স্নেহ প্রেম ভক্তি ল'য়ে
তুষিবে পতিরে প্রফুল্ল হৃদয়ে,
সুখে সুখী র'বে—দুঃখে ম্লান হ'য়ে,
সু-প্রিয়বাদিনী সতত রবে;

হ'য়ে শুদ্ধ-মতি হও ফলবতী,
তব পুণ্যে পুণ্যময়ী হোক ক্ষিতি,
সন্তান সন্ততি লয়ে গুণ-বতি,
বিপুল আনন্দে বিহর ভবে!"

মানব-দম্পতি ভক্তি-যুত মনে
নমিলা প্রকৃতি-পুরুষ চরণে,
অভিনব ভাবে মোহিল দুজনে,
উভয়ে নেহারে উভয় পানে!
স্মৃতি-আঁখি মোহে করিয়া আবৃত
পুরুষ-প্রকৃতি হন অন্তর্হিত,
নর-নারী দোঁহে চকিত স্তম্ভিত,
কি ঘটিল মনে কিছু না জানে!
* * * *
* * *
হ'ল সুখ-ময়ী নিশা অবসান,
শ্রান্ত নিশাপতি করেন প্রয়াণ,
বিরহে ব্যাকুল হ'য়ে তারা-কুল
নীল-সিন্ধু-নীরে ডুবিল সবে!—
সারা নিশা কেলি করি ফুলসঙ্গে
ধৃষ্ট সমীরণ চলে শ্লথ-অঙ্গে

গাহিল ললিত প্রভাতি সঙ্গীত
বিহঙ্গমগণ মধুর-রবে!

হিরণ্ময়ী উষা রক্তিম অধরে
প্রাণ-উন্মাদিনী হাস্য-সুধা ক্ষরে!
সে হাস্য-লহরী-ছবি হৃদে ধরি
হাসিল পূর্ব্বাশা রঙ্গিণী-সতী!
সুপ্তা বসুমতী চেতনা লভিল,
শীহরি মানব-দম্পতি জাগিল,
সু-কোমল শষ্প-শয্যা তেয়াগিল,
উঠিল উভয়ে হরষ-মতি!

চাহে চারিদিকে বিস্মিত-অন্তরে,
চাহিল আকাশে আশ্চর্য্যের ভরে!
মানস-মোহন, নয়ন-রঞ্জন,
হেরিল তরুণ-অরুণ-দ্যুতি;
দেখিয়া সে শোভা দোঁহার হৃদয়
অপূর্ব্ব ভাবেতে উচ্ছ্বসিত হয়!
ভক্তি-যুত-স্বরে দোঁহে যুক্ত-করে,
আদিত্য-দেবের করিল স্তুতি!—

"নমস্তে সুন্দর-কান্তি, হৃদয়-প্রফুল্ল-কারী!
নমঃ নমঃ মহাজ্যোতিঃ, নিখিল তিমির হারী!
নমস্তে মঙ্গলময়, অনন্ত আকাশ-বাসী!
নমঃ শান্তি সুখ-দাতা, দুঃখ-অবসাদ-নাশী!
আঁধারে নিমগ্ন ছিল এ বিশাল ধরাতল,
তুমি হে প্রকাশ হ'য়ে করিলে সে সমুজ্জ্বল!
জগত-লোচন তুমি, পবিত্রকিরণময়,
নিরখিয়া তব রূপ, বিকশিত এ হৃদয়!
বিতর বিতর ভাতি অনন্ত'অনন্ত কাল,
নমঃ নমঃ নমঃ দেব, দীপ্তিমান্ সু-বিশাল!"—

* * * *

উঠি ধীরে ধীরে মানব-দম্পতি
ভ্রমে গিরি-শিরে প্রফুল্লিত মতি!
নাচি কত রঙ্গে রমণীর সঙ্গে
চলে সুকুমারী হরিণী-বালা!
সু-রসাল ফল করি আহরণ
করে নর নারী ক্ষুধা নিবারণ,
হইয়া ব্যাকুল তুলি কত ফুল
পরিল দু-জনে গাঁথিয়া-মালা!

ক্রমে ক্রমে দিবা হয় অবসান,
ক্ষীণ দিনমণি অস্তাচলে যান,
তারা-হার পরি আসি বিভাবরী
তমোবাসে ঢাকে অবনি কায়!
হেরিয়া মানব-দম্পতি তখন
বিষাদ-সাগরে হইল মগন!
ভাবিল তপন আঁধারি ভুবন
চিরদিন-তরে চলিয়া যায়!

ভাবিয়া উভয়ে কাঁদে উভরায়,
ডাকে দিবাকরে কতই কথায়,
বলে—"দিনমণি, আঁধারি অবনি
যেওনা যেওনা এস গো ফিরে!"
বলি, বার বার ডাকে দু-জনায়,
কাঁদে হাহাকারে পড়িয়া ধরায়!
যেন কোন জন হৃদয়ের ধন
ল'য়ে যায় কেড়ে হৃদয় চিরে!—

দাঁড়ায়ে হরিণী চঞ্চল-নয়নে
চাহে বার বার উভয়-বদনে!

মাঝে মাঝে গিয়া মুখে মুখ দিয়া
নীরব-ভাষায় সান্ত্বনা করে!
মানব-দম্পতি নাহি দেখে তায়,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ধরণী তিতায়!
চাহে ক্ষণে ক্ষণে পশ্চিম গগনে,
ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে!—

সহসা আঁধারি গগন-মণ্ডল
উদিল নিবিড় জলদের দল,
ঝলকে ঝলকে চপলা চমকে,
ঘন-গরজনে কাঁপিল ধরা!
চমকি উভয়ে সম্বরি-রোদন
গগনের পানে করে বিলোকন,
দেখিয়া তাহার ভীষণ আকার
ভয়ে ভূমি ত্যজি উঠিল ত্বরা!—

বহিল প্রবল উন্মত্ত পবন,
তরু গুল্ম লতা করে উন্মূলন,
বারিদ-মালায় মূষল-ধারায়
ঢালিল সলিল করকা-রাজি!

মানব রমণী সন্ত্রাস-হৃদয়
গিরি-গুহা-তলে লইল আশ্রয়,
ভাবিল প্রলয় হইল উদয়,
সকলি বিনাশ হইল আজি !—

উভয়ে উভয়ে বাঁধি বাহু-পাশে
বিকল-অন্তরে কাঁদে হা-হুতাশে !
ঘন বজ্রনাদ বাড়ায় প্রমাদ,
দুরু দুরু হৃদি কাঁপিছে তায় !
কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রান্ত দুই জন,
ক্রমে ঘুম-ঘোরে হয় অচেতন !
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধিয়া উভয়ে
পর্ণ-শয্যাতলে ঢালিল কায় !

*   *   *   *

*   *   *

হইল প্রভাত,—তরুণ তপন
নির্ম্মল আকাশে হাসিল মোহন ;
পরিল ভুবন নবীন ভূষণ
বিনোদ হাসিটি মাখিয়া মুখে !

মানব-দম্পতি হ'ল জাগরিত,
বিস্মিত নয়নে চাহে চারি-ভিত!
হেরিয়া স্বভাব—শোভার প্রভাব,
যুগল হৃদয় উথলে সুখে!

ত্যজি শয্যা দোঁহে ঝটিতি উঠিয়া
নির্ঝরিণী-কূলে আসিল ছুটিয়া,
কল কল স্বরে বিকল অন্তরে
শুনিলা তটিনী করিছে গান!
হেরে তরু-কোলে শ্যামল শাখায়,
তবকে তবকে কুসুম-মালায়,
প্রাণ-মনোমদ সৌরভ-সম্পদ
অবিরাম সবে করিছে দান!

মৃদুল মৃদুল বহিছে পবন,
ভাবে ভোর তনু, মন্থর গমন!
ঢুলে ঢুলে যায় যথায় তথায়,
বিলায় আপন সঞ্চিত ধন!
সমস্বরে কিবা তুলিয়া সুতান
বিবিধ বিহঙ্গে করে সুধাগান!

বন-বালা দলে, প্রতিধ্বনি ছলে,
সঙ্গীত-তরঙ্গে কাঁপায় বন !

নবোদিত রবি সুবর্ণ-কিঁরণ,
ঝল মল করে নিখিল ভুবন !
দেব শিশু প্রায়, শুভ্র মৃদু কায়
মাখে সে কিরণ নীরদ সব !
নিরখি সে শোভা মানব-দম্পতি
নব ভাবে হয় উদ্বেলিত-মতি !
চাহি ঊর্দ্ধপানে উচ্ছ্বসিত প্রাণে
সু-স্বরে তুলিল সঙ্গীত নব !—

কি জানি কি ভাবে ভরিল হৃদয়,
বচনে বলিতে নারি ;
যেন কার পানে ধাইতেছে প্রাণ
যথা নিঝরের বারি !—
ভাবিয়া না পাই কে তুমি, কেমন,
কি হেতু হৃদয় ব্যাকুল এমন
কোথা তব গতি, কোথা নিকেতন,
কেমনে জানিতে পারি।

বুঝি তব রূপ হেরি দিবাকরে!
হরষে বিহগে কলরব করে,
হাসিছে কুসুম আমোদের ভরে,
বহে বায়ু হিতকারী!—

গাইছে সকলে মহিমা তোমার,
তোমার করুণা করিছে প্রচার—
আমরাও নমি চরণে তোমার
সে সবারে অনুসারি!
কে তুমি মোদের না জানি তাহায়,
কি ব'লে বল গো ডাকিব তোমায়?
পূজিতে তোমারে কেন মন চায়,
বুঝিবারে নাহি পারি!'—

পঞ্চম-লহরী।

—*—

রম্য উপত্যকা শান্তি-নিকেতন
নব-শষ্প-দলে শ্যামল শোভা.
ইতস্ততঃ তরু-কুঞ্জ মনোরম
শোভার সম্পদ নয়ন-লোভা।

ধবল অসিত—শ্যামল লোহিত
উপল-আসন তরুর-তলে,
মঞ্জু-কুঞ্জ মাঝে স্বভাবে সজ্জিত
স্বভাবের ভূষা ভূধর গলে!

স্ফটিকের হার সমান সুন্দর
দুটি নির্ঝরিণী বিমল-কায়

উদ্যানের দুই পাশে নিরন্তর
কল কল রবে ছুটিয়া ধায়।

অভিনব রুচি তরু গুল্ম-লতা
ফুল-ফল-দলে সজ্জিত র'য়ে
মৃদুল-মধুর বায়ু-ভরে তথা
গায় সুধা-গাথা প্রফুল্ল হ'য়ে।

প্রস্ফুট কুসুম-স্তবকে ভূষিত
কত কমনীয় লতা-বিতান,
সে উদ্যান-মাঝে মাঝে সুশোভিত,
নিরখি-আনন্দে উথলে প্রাণ!

কাকলী-কুজন করে কত পাখী
অবিরাম সেথা-জুড়ায়ে-কাণ,
ঝঙ্কারে কোকিল কুঞ্জে কুঞ্জে থাকি
দিগন্তে ছুটিছে শ্যামার তান!

গুঞ্জরি মধুপ কুসুমে কুসুমে
পরিমল-সুধা-করিছে পান
অধীরা প্রসুন সোহাগের চুমে
এলাইয়া পড়ে হৃদয় খান!

নাহি ঋতু-ক্রম সে নন্দন-বনে ;
  স্বভাবের শান্তি-সুখের মেলা
বিরাজিত সদা মধুর-মিলনে,
  নিয়ত সুরভি-ঋতুর খেলা !

* * *

দিবা অবসান—অস্ত-গামী রবি
  বিবিধ বরণ ছড়ায়ে মেঘে,
ফুটায়েছে অতি অপরূপ ছবি
  অভিনব শোভা উঠেছে জেগে !

কোথাও সুবর্ণ-নদী ঝল-মলে,
  সুবর্ণের স্রোত বহিয়া যায়,
সুবর্ণের বেলা দু-কূলে উজলে,
  সুবর্ণ লহরী খেলিছে তায়।

কোথাও শ্যামল উন্নত অচল
  দাঁড়ায়ে কনক-নদীর তীরে,
মুমূর্ষু রবির শেষ রশ্মি-দল
  কনক-মুকুট পরায় শিরে,

কোথা' বা প্রস্ফুট—নীল নভঃতলে
    শ্বেত মেঘ-মালা মন্থরে ধায়,
নীল-সিন্ধু-বুকে হিম-শিলাদলে
    ধীরে ধীরে যেন ভাসিয়া যায়।

শ্যামল প্রান্তরে কোথা দলে দলে
    মৃগ-যূথ সুখে ভ্রমণ করে,
দূরে দূরে ফেরে কুঞ্জর সকলে,
    ছুটিছে কেশরী বিক্রম-ভরে।

এ হেন সময়ে সে রম্য কাননে
    প্রফুল্ল কাঞ্চন-তরুর-তলে,
মানব-দম্পতি বসি-শিলাসনে
    হৃষ্ট-মনে কথা কতই বলে।

কুসুমের স্রজ শোভে দুটি শিরে,
    কুসুমের মালা দোঁহার গলে,
কুসুম-কলিকা দোলে ধীরে ধীরে,
    রমণীর দুটি শ্রবণ-তলে।

কুসুম-বলয়ে শোভে বাহু দুটি,
    মোহিত পুরুষ নেহারি তায় ;

রূপের মাধুরী যেন ফুটে উঠি
লহরে লহরে খেলিয়া ধায়!

কনক-কুসুমে চারু আস্তরণ
দেছে তরু-বর তথায় পাতি,
থাকি থাকি করে পুষ্প বরিষণ
দম্পতির দেহে ফুটায়ে ভাতি।

ধীরে—অতি ধীরে শান্ত-সমীরণ
রমণীর কৃষ্ণ—কেশের দাম
অংশ, গণ্ড, বক্ষ করি আবরণ
করে কত রঙ্গ-কৌতুক-ঠাম!

চাহি পতি-পানে সস্মিত-বদনে
কহেন রমণী কতই কথা,
"তুলিবারে ফুল আজি ওই বনে
গিয়েছিনু জল ছুটিছে যথা।

"একটি কুসুম বড়ই সুন্দর
দেখিলাম জলে প'ড়েছে নুয়ে,
তুলিতে তাহারে আকুল অন্তর
বাড়াইনু হাত লতিকা ছুঁয়ে।

"দেখিনু সহসা জলের ভিতরে
আর একটি ফুল রয়েছে ফুটে,
জলের ভিতর হইতে সত্বরে
কে যেন আসিয়া ধরিল ছুটে !

"চমকিয়া আমি চাহি তার পানে,
সেও চমকিয়া আমায় চায়,
আমি বলি কত—সে শুনিয়া কাণে
মুখ ঠারি কত বলে আমায় !

"তার কথা মম কাণে নাহি যায়
বুঝিতে না পারি কিছুই তার,
আমি হাসি—সেও হেসে হেসে চায়
আমি থামি—মুখ সে করে ভার !

"আমারি মতন তার কেশগুলি
ঝুলিতে আছিল শরীর ঢাকি,
আমারি মতন ঢেউ তুলি তুলি,
ঢুলিতে সে ছিল সমীর মাখি !

"জল হ'তে আমি আসিনু চলিয়া
সেও চ'লে গেল কোথা' না জানি,

পিছু ফিরে আর তা'রে না দেখিয়া
বড়ই ব্যাকুল হ'লাম আমি।

"একটি সঙ্গিনী তাহার মতন
যদি আমি পাই তা'হ'লে তবে
কি যে স্বস্তি-সুখে ভরে প্রাণ-মন
কি আনন্দে বুক প্রফুল্ল হবে!

"নিতি নিতি হেথা কত পাখী আসে
মনের আনন্দে কাকলী গায়,
নিবিলে আলোক যেন গো তরাসে
কি জানি কোথায় চলিয়া যায়!

"কত কত জীব পাষাণ আকার
আমাদের কাছে নিয়ত আসে,
আমাদের মত কেহ নহে তার
আমাদের মত কেহ না ভাষে!

"তুমি-আমি শুধু আছি এই খানে
আর কি কোথাও নাহিক কেহ,
আমাদের বাণী বলে না বয়ানে
আমাদের মত ধরেনা দেহ?

"নিত্য নবভাব তরুলতিকার,
নব নব বেশ ধরে সকলে,
শুধুই কেবল আমা দোঁহাকার
একভাবে দিন যায় গো চ'লে।

"ওই তরুগুলি মাথা উঁচু করি
ফুলে-দলে কভু ভূষিত হয়,
কখন আবার ফল শিরে ধরি
অপরূপ সাজে সাজিয়া রয়।

"দিন চ'লে যায় আকাশের গায়
কত তারা-ফুল ফুটিয়া জ্বলে,
অনিয়মী চাঁদ আসে হাসে যায়
শুধু ব'সে থাকে তারকা-দলে।

"ফুটিলে আলোক-উঠিলে তপন
আকাশ-কুসুম শুকায়ে যায়
সারা দিনমান রবির কিরণ
ঢালে তাপ এই ধরার গায়।

"কখন-আকাশে বসে' মেঘ-দল
করে গরজন কাঁপায়ে বুকে,

বরষে কেবল অবিরল জল
　　ঘন ঘন আলো চমকে মুখে!

"একই ভাবেতে আমরা দু-জন
　　নিয়তই আছি একই ঠাঁই,
শুধু তুমি আমি এই গিরি-বন
　　সেই মৃগ বিনা সাথী ত নাই?

"বড় সাধ হয় মৃগ-শিশু মত
　　আমরাও শিশু একটি পাই,
হৃদয়ে তাহারে ধরিয়া নিয়ত
　　চুমিয়া বদন প্রাণ জুড়াই!
"কি জানি কখন মিটিবে কি সাধ
　　মিলিবে আমার হৃদয়-ধন,
পূরিবে বাসনা ঘুচিবে বিষাদ
　　মুখে চুমা দিয়া জুড়াব মন!"

*　　*　　*　　*

আইল রজনী শ্যাম-কলেবরে
　　স-চন্দ্র তারকা ভূষণ পরি,
বিমল অম্বরে আঁকা রবি-করে
　　চারু চিত্রাবলি পড়িল সরি।

বিহঙ্গমগণে মধুর কূজনে
    করিল সন্ধ্যার আরতি গান
সায়াহ্ন সমীর মঞ্জীর নিক্কণ
    ঝিল্লীগণসহ ধরিল তান।

নেহারি রজনী আসে পশুগণে
    একে একে নর-দম্পতি-পাশে,
আনন্দে সোহাগ করে দুই জনে
    বসে পদ-তলে লেহন আশে।

আসিল কেশরী কেশর নমিয়া
    নত করি শির দোঁহার আগে
কোমল গম্ভীর গর্জ্জন করিয়া
    বসিল মনুর দক্ষিণ-ভাগে!

সঙ্কুচিত করি শরীর আপন
    নত করি পুচ্ছ চরণ শির
আসিল শার্দ্দূল হরষিত মন
    বসে নারী-পাশে হইয়া স্থির!

কোথা ছিল মৃগ ছুটিয়া আসিয়া
    রমণীর কোলে শয়িত হয়,

মনে ভয়—পাছে তাহারে বঞ্চিয়া
তার প্রিয়-স্থান অপরে লয়!

আসিলেক ঋক্ষ যুড়ি দুটি কর
শুইল লুটায়ে দোঁহার পায়,
অধীর-আনন্দে আকুল-অন্তর
ঘন ঘন শ্বাস বহে নাসায়!

আসি করি-বর মন্থর-গম্ভীরে
মধুর বৃংহণ নিনাদ করে,
প্রণমে দোঁহারে কর তুলি শিরে,
চুমিল চরণ প্রীতির ভরে!

সবারে সাদরে সস্নেহে সম্ভাষি
সকলের শির পরশি হাতে,
মানব মানবী পুলকেতে ভাসি
করয়ে কৌতুক করীর সাথে!

ক্রমেতে রজনী হইল গভীর
স্তব্ধ ধরাতল চেতনা-হীন,
নর-নারী দোঁহে বিবশ-শরীর
সুপ্তি-সুখে তবে হইল লীন।

বসি নভঃতলে নব সুধাকর
অবিরাম সুধা-প্রবাহ ঢালে,
মানসীব রূপ-লাবণ্য-সাগর
উথলে যেন সে কিরণ-জালে!

বদনে ভাতিছে স্বর্গের মাধুরী
সুধামাখা হাসি খেলিছে তায়,
শিথিল অঙ্গেতে রূপের লহরী
দুলিয়া দুলিয়া দুলিয়া ধায়।

সহসা মানসী চমকি জাগিয়া
মেলিলা নয়ন উঠি বসিলা
ব্যস্তে বক্ষ অঙ্ক খোঁজে হাত দিয়া
খুঁজিল কতবা শয়ন-শিলা।

কি যেন তাহার আছিল সেখানে,
কি যেন ছিল গো তাহার কাছে,
তপাসে তাহারে আকুলিত প্রাণে,
ভাবে মনে কোথা লুকায়ে আছে!

না পাইয়া তায় পতিকে জাগায়
কহে গদ-গদ মধুর-বোলে,

"পেয়েছিনু প্রিয় একটি হেথায়
  সুকুমার-শিশু আমার কোলে!

"তোমার মতন তাহার গঠন,
  তোমার মতন দেহের কাঁতি,
মুখ চোখ-নাসা তোমার মতন,
  এমন (ই) কুঞ্চিত কেশের পাঁতি!

"মম কোলে শিশু করিয়া শয়ন
  বুক হ'তে সুধা করিল পান,
কি যে তৃপ্তি-সুখে উথলিল মন
  কি আনন্দে আহা ভরিল প্রাণ!

"কোথা গেল সেই স্নেহের রতন,
  পুনঃ কি তাহারে ধরিব বুকে?
হেরিব সে মুখে হাসি বিমোহন
  উথলিবে প্রাণ অতুল-সুখে!"

হাসি হাসি মনু কহেন প্রিয়ারে,
  "ঘুম-ঘোরে যারে দেখেছ তুমি,
বিধির প্রসাদে পাইবে তাহারে
  জুড়াবে হৃদয় বদন চুমি!

"পূরিবে তোমার প্রাণের কামনা,
হৃদয়ের সাধ মিটিবে ত্বরা,
অচিরে স-ফল হইবে বাসনা,
তোমার অঙ্গজে ভূষিবে ধরা !"

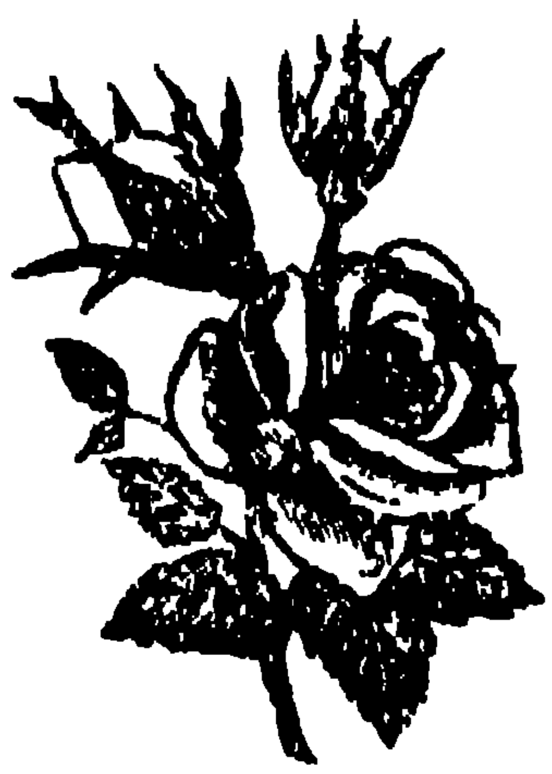

ষষ্ঠ-লহরী।

—*—

এক দীপ হ'তে যথা শত শত দীপ-লতা
ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত হয়,
একই দম্পতি হ'তে ধরাতলে সেই মতে
সম্ভবিল মানব-নিচয়।
প্রফুল্লিতা বসুমতী হ'য়ে ফল-পুষ্প-বতী
যতনে তোষেন নরগণে,
কান্তি-পুষ্ট দেহ খান, উৎসাহে পূরিত প্রাণ
ভ্রমে নর মরত-ভুবনে।
চিন্তা-ব্যাধি-বিরহিত, সদা হরষিত চিত,
স্বভাবে অভাব-হীন সবে,
অবট-আবাসে রয়, খায় ফল-মূল-চয়,
শান্তি-সুখ লভয়ে নীরবে!

সদ্যঃ-খনি-সমুত্থিত ক্লেদ-রাশি-বিজড়িত
মহামূল্য হীরকসঙ্কাশ
মানবের বুদ্ধিজ্ঞান তমোজালে ম্রিয়মাণ,
নাহি জ্যোতিঃ-কণিকা-আভাস।
নিকৃষ্ট জীবের প্রায় খায় আর নিদ্রা যায়,
নাহি কার্য্য জীবনে অপর,
আপনি যে কি মহান্ নাহি তাহে কোন জ্ঞান,
নিমীলিত লোচন আন্তর!
এই ভাবে ধরাতলে কত কাল যায় চ'লে,
কালে কালে বৃদ্ধি নর-কুল,
যেন পঙ্গ-পাল দল, পূরিল ধরণীতল
হৃদে ধরি উৎসাহ বিপুল।
নব রাগে মত্ত মন, দলে দলে পর্য্যটন
করে সবে অবনী-মণ্ডল,
উত্তর দক্ষিণে ধায়, পূরব পশ্চিমে যায়,
মুখে তুলি মহা কোলাহল!
বন্য পশু সমতুল, জ্ঞান বুদ্ধি অতি স্থূল—
হিতাহিত বিচার-বিহীন,
কঠিন নিষ্ঠুর প্রাণ, অবিদ্যায় মুহ্যমান,
পদে পদে অনাচারে লীন!—

ক্রমশঃ সে কালে ভেদি, অজ্ঞান আঁধার ছেদি,
ওই কেরে মানবের দল
জ্ঞান জ্যোতিঃ প্রকাশিয়া, প্রদীপ্ত করিয়া হিয়া,
আসে ওই পুণ্য-ভূমিতল ?
বুঝিয়া আপন বল জ্বালিল প্রতিভানল,
টলিল ভূতল পদ-ভরে,
পশু ভাব অবসান, জাগিল নূতন প্রাণ,
নব-ভাব উদিল অন্তরে !
বুঝিল আপন মর্ম্ম, আপনার ধর্ম্ম-কর্ম্ম;
আপন মহত্ত্ব করে স্থির,
সমাজ গঠন করি, উন্নতির বর্ত্ম ধরি,
মহা দম্ভে চলে সব বীর !
নূতন নয়ন পেয়ে বিশ্বপানে দেখে চেয়ে,
নব-ভাবে উদ্বেলিত প্রাণ,
বিশ্বপতি-লীলা হেরি, বাজিল হৃদয়-ভেরী,
গাইল মধুর সাম-গান !

শুনিয়া সে গীত চমকিত চিত
স্তব্ধ ধরাবাসী সবে,

করিল ঝঙ্কার হৃদয়ের তার
সুমধুর গীতি-রবে!
শিরায় শিরায় তড়িৎ খেলায়,
টুটিল জড়তা-জাল,
সুষুপ্ত-জীবন লভিল চেতন,
ঘুচে মহা নিদ্রা কাল!
ছুটিল সে গান তুলিয়া সুতান,
কাঁপায়ে মেদিনী নভঃ,
ধরিয়া সে ধ্বনি ছোটে প্রতিধ্বনি
জাগাইয়া জীব সব!—
স্তম্ভিত ভুবন করিয়া শ্রবণ
সে গুরু গম্ভীর গান,
ভুলিয়া কূজন স্তব্ধে দ্বিজগণ
শুনে সে মধুর তান!
নীরব-বদন বন্য পশুগণ
বিস্ময়ে চাহিয়া রয়,
তটিনীর কুল হইয়া আকুল
গদগদ ভাবে বয়!

যথা পূর্ব্বাশায় রবি ধরিয়া মোহন ছবি
উদ্ভাসিত করে ভূ-মণ্ডল,
তেমতি সে নরগণ জ্বালি জ্ঞান-হুতাশন
হৃদাগার করিল উজ্জ্বল !—
ধরিয়া সে "আর্য্য" নাম পূত "আর্য্যাবর্ত্ত" ধাম
নিবসতি করয়ে সকলে,
বুঝিয়া ধরিত্রী রীত, যত্ন করি সমুচিত,
আহার্য্য আহরে কুতূহলে !
মাতা যথা সু-সন্তানে হৃদয় পীযূষ দানে
প্রপুষ্ট করেন কলেবর,
তেমতি ধরণী সতী হ'য়ে ফল-শস্যবতী
মানবে তোষেন নিরন্তর !
ধন-ধান্যে পূর্ণ বাস, বদনে উৎসাহ-ভাস,
রহে সুখে মানব-সন্তান,
ভকতি পূরিত হিয়া, নানা উপচার দিয়া,
সর্ব্ব ভূতে পূজে ভগবান্ !

কত বর্ষ যুগচয় এইরূপে গত হয়,
উঠে নর উন্নতি-সোপানে,

বল বুদ্ধি করি ভর সাধে সবে নিরন্তর
নিজ হিত বিহিত বিধানে!
কত শত সু-কোবিদ পীযূষ-পূরিত-হৃদ
বিহরিল ধরণীর কোলে,
গাইয়া মধুর গান সুধায় ভরিল প্রাণ,
মত্ত মন সুধার হিল্লোলে!
কত শত বীরবর তেজঃ-পূর্ণ-কলেবর
দীপ্তিময়ী করি ধরণীরে,
স্বদেশের হিত তরে, জীবন উৎসর্গ করে,
যশের মুকুট পরি শিরে!
কত কোটী নরপতি ধর্ম্মপথে রাখি মতি
পুত্র সম পালি প্রজাগণে,
দলিয়া অরাতি-কুল সুরপতি সমতুল,
বসিলেন অমর-আসনে!
চমকিত করি বিশ্ব দেখায়ে নূতন-দৃশ্য
কত শত বিজ্ঞান-পণ্ডিত
যশের সৌরভ মাখি মানবের জ্ঞান-আঁখি
যতনে করেন উন্মীলিত!
ভ্রান্ত-মতি নরদলে হৃদয়ের মরুতলে
ঢালিয়া অমৃত-নির্ঝরিণী

কত যোগী ঋষিচয় হরিনাম সুধাময়
করে গান স্তম্ভিয়া মেদিনী !
কিন্তু রে মানব-কুলে অনিত্য সুখেতে ভুলে
নাহি ভাবে নিত্য-সুখ-ময়ে,
দূরে ফেলি মহা রত্ন কাচ-খণ্ডে করে যত্ন,
খায় বিষ সুধা বিনিময়ে !
উদ্ধারিতে পাপিগণ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন
আবির্ভূত হ'লেন ধরায়,
মানবের রূপ ধরি, জ্ঞান-রূপ বর্ম্ম পরি,
ধর্ম্ম যুদ্ধ করেন তথায় !
যুক্তি সুদর্শন দিয়া দুষ্কৃতেরে বিনাশিয়া
অনীশ্বর-বাদ প্রতিকূলে
সত্য-ধর্ম্ম-রথ লয়ে, আপনি সারথি হয়ে,
মহারণ করেন বিপুলে !
প্রচারি নিষ্কাম ধর্ম্ম মানবে বুঝান মর্ম্ম,
পায় সবে নবীন জীবন,
সত্য-সনাতন-নাম পূর্ণ হ'ল বিশ্বধাম,
ধর্ম্ম রাজ্য হইল স্থাপন !

ঘুচিল জঞ্জাল-জাল, গত হয় কত কাল,
শান্তি-সুখে থাকে নরগণ,
হরিনাম সুধা-রসে মজি রয় স-হরষে
মত্ত-মন-ভৃঙ্গ অনুক্ষণ।
হায়রে মানব-গণ অনিত্য সুখ-প্রবণ,
ভ্রান্ত সদা মোহের ছলনে,
না হ'তে দু-দিন গত ত্যজিয়া সে মহাপথ
বিপথে ধাইল মুগ্ধ-মনে।
প্রমত্ত বিষয়-মদে দম্ভে ফেরে পদে পদে,
মত্ত বৃথা জাতি-অভিমানে,
হিংসা দ্বেষ পরস্পরে দুর্ব্বলে দলন করে,
হীন-জনে পশু সম মানে!
অবিচার অত্যাচারে, পূর্ণ ধরা পাপ-ভারে,
উঠে ঘোর হাহাকার রব!
দূরিতে দুর্গতি চয়ে সাম্যের নিশান ল'য়ে
আসি এক পুরুষ-ঋষভ
মানবে বুঝান মর্ম্ম, "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ"
"নির্ব্বাণ-মুক্তি কথা সার,
শুনি সেই মহামন্ত্র বাজিল হৃদয়-যন্ত্র,
খুলে গেল অন্তর-দুয়ার!

সাম্য-নীতি সমীচীন উচ্চ-নীচ-ভেদ-হীন,
সুখে সবে করে কালক্ষয় !
ক্রমে হয় ছন্ন-মতি, পাপ পুণ্যে সম রতি,
বলে 'মুক্তি নির্ব্বাণে' * নিশ্চয় !
"কিসের কিসের ভয় ? কর যাহা মনে লয়,
ইহ জন্ম সুখের নিদান !
পরকাল নাহি আর ছলনা সে কল্পনার,
'নির্ব্বাণেই * পূর্ণ পরিত্রাণ !"—
এই মন্ত্র সদা জপ, এই মন্ত্র সদা তপ,
এই মন্ত্র সবার বদনে,
যিনি সে মুক্তির ভেলা তাঁরে করে অবহেলা
ভ্রান্ত নর মোহের ছলনে !
নিরখি দুর্ম্মতি সবে বেদান্তের মহাহবে
ব্রতী এক মানব-প্রবর
ঘুচায়ে মনের শঙ্কা বিশ্বপতি-জয়ডঙ্কা
সঘনে বাজান ঘোরতর !
দিব্য-জ্যোতিঃ-বিমণ্ডিত, তনু রুচি-পুলকিত
ভগবৎ-প্রেমের সুধায়,

* নির্ব্বাণ—মৃত্যু।

জিহ্বা-অগ্রে সরস্বতী— যেন রে ধূর্জ্জটি-যতি,—
মুক্ত-কণ্ঠে শিবগুণ গায়।
জ্ঞানযোগ প্রকাশিয়া, সবে দিব্য আঁখি দিয়া
মুক্তি পথ দেন দেখাইয়া—
মায়াবাদ অবসান; সর্ব্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞান
করে সবে আনন্দে মাতিয়া!—
অনন্ত অমৃত ধাম মধুর মহেশ নাম
প্রচারিল অবনী-মণ্ডল,
চির শুষ্ক মরুতল পাইল রে স্নিগ্ধ জল,
ফোটে তাহে প্রেম পুষ্পদল!
মহেশ-মহিমা গানে তরঙ্গ তুলিল প্রাণে,
ভেসে যায় নাস্তিকতা ক্লেদ,
চারিদিকে জয় রব, হর্ষে নাচে গ্রহ সব,
ঈশনাম করে নভোভেদ।

সেথায় পাশ্চাত্য ভূমে মগ্ন অজ্ঞানের-ধূমে
পশু-সম রহে নরগণ,
ধর্ম্ম-হীন শুষ্ক প্রাণ, নীরস হৃদয় খান,
কলুষিত পাপে সর্ব্বক্ষণ!
কিবা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম, সু-কর্ম্ম কি অপ-কর্ম্ম,
নাহি জানে প্রভেদ তাহার,

যেই কার্য্যে ধায় মনঃ করে তাহা সেইক্ষণ
পাপ পুণ্য না ক'রে বিচার!
ভূতলে অতুল নিধি "মুসার" পবিত্র বিধি
অনাদরে দলে দু চরণে,
সদা কদাচারে লীন, বিবেক বিজ্ঞান হীন,
মত্ত সদা ঘৃণিত ব্যসনে!—
সে অন্ধ-হৃদয়াকাশে ধর্ম্ম-জ্যোতিঃ প্রতিভাসে
আলোকিতে এক নর-বর
ঈশ-নাম অনুরাগে গাইল দীপক-রাগে,
ভাবাবেশে উদ্রিক্ত অন্তর!
শুনি সে মহান্ গান জাগিল অসাড় প্রাণ,
পাপ-নেশা হ'ল অন্তর্হিত,
নবোৎসাহে মাতি সবে "জগদীশ জয়"-রবে
ত্রি-ভুবন করে আন্দোলিত!

ধর্ম্ম-গ্রন্থ এক করে, অপরে কৃপাণ ধ'রে
আসি এক নব-ধর্ম্ম-বীর
গম্ভীরে মানবে কয় "কর শীঘ্র বিনিময়
মন, প্রাণ,—যাহে কর স্থির!"

ভাসায়ে ধরণী-অঙ্গ বহিল লোহ-তরঙ্গ,
জ্বলে যুদ্ধ-অনল-ভীষণ!
হায় রে অবোধ নরে শান্তি-ময় ধন তরে,
অশান্তিতে ভাসায় ভুবন!

এইরূপে সে জগতে নানাবিধ ধর্ম্মমতে
পরিভক্ত মানব সন্তান
ভিন্ন সম্প্রদায় প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ-মতি,
করে সবে মহাশত্রু জ্ঞান!
মত ভিন্ন হ'লে পরে আপনার সহোদরে
করয়ে "বিধর্ম্মী"-আখ্যা দান!
ছায়া না পরশ করে, ঘোর ঈর্ষা পরস্পরে,
নিজ করে বধে ভ্রাতৃ-প্রাণ!
যেই জন ভক্তি ভরে অনন্ত পুরুষ-বরে
অনন্ত-রূপেতে পূজা করে,
"পৌত্তলিক" বলি তবে "একেশ্বর"-বাদী সবে
ঘৃণা-বিষ ঢালে তার'পরে!
হায়রে অবোধ নর, অল্প বুদ্ধি তুমি ধর,
তাই কর ভেদাভেদ হেন,

এক ব্রহ্ম ভগবান্, সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান,
ভূমান্ ভাবনা ভ্রম কেন ?
তিনিই সে একেশ্বর, তিনিই সে বহুতর,
যাহা ভাব তিনি সে সকলি,
ক্ষুদ্র তুমি, ক্ষুদ্র প্রাণ, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জ্ঞান,
ভেদ ভাবি কেন মর জ্বলি ?

না বুঝিয়া মূল তত্ত্ব, ঈর্ষাবিষে হ'য়ে মত্ত,
পরস্পরে ঘৃণা করে সবে,
করে কত তর্ক-বাদ, ক্রমে ঘটে বিসম্বাদ,
পরিণামে মাতিল আহবে !
ভাসায়ে ধরণী-হৃদি নর-শোণিতের নদী
বহে খর ভীষণ-আকার !
কে বলে মানবগণ দেবতার নিদর্শন,
নিত্য সে পিশাচ-অবতার !—
ক্ষীণ বল যেই জন, হয় তার নির্যাতন,
সহে সে অশেষ ক্লেশচয়,
হায় মূঢ় নরগণ, কেন কর অকারণ
ধর্ম্ম হেতু অধর্ম্ম সঞ্চয় !—

ঘুচাইতে বিসম্বাদ, দূরিতে সে পরমাদ,
দ্বেষানলে শান্তি বারি দিতে,
কত শত ধর্ম্মবীর ক'ন কথা সু-গভীর
মানবের ধর্ম্ম সমন্বিতে।
সেই তত্ত্ব করি ভর জন কত প্রাজ্ঞ নর
দিন কত ভুলে যায় ভেদ,
আবার কালের বশে মজি ঈর্ষাবিষ রসে
ধর্ম্মমতে ঘটায় বিভেদ!

শেষে এক বীর্য্যবান্ ব্রহ্ম তেজে জ্যোতিষ্মান্
মহাশূর মহীতলে আসে—
ধর্ম্মের তুরঙ্গোপরে যুক্তির কৃপাণ ধ'রে,
ভেদা-ভেদ ম্লেচ্ছ-জ্ঞানে নাশে!—
উদার ধর্ম্মের স্রোতঃ বিশ্ব করে ওত-প্রোত,
ঘুচে যায় বিবাদ বালাই,—
এক আত্মা এক প্রাণ এক ধর্ম্ম এক জ্ঞান
এক সূত্রে নিবদ্ধ সবাই।—
ধরা যেন স্বর্গ-পুর নিত্য-সুখে ভরপূর,
চারিদিকে 'শান্তিঃ!' 'শান্তিঃ' রব,

এক তন্ত্রে বাঁধি মন করে সবে অনুক্ষণ,
জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বপতি স্তব!—

কালচক্র ঘুরে যত পলে পলে হয় কত
পরিবর্ত্ত মানব-মণ্ডলে,
ক্রমে যত যায় দিন, হায় নর অর্ব্বাচীন,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম দেয় রসাতলে!
ত্যজিয়া ঈশ্বর তত্ত্ব বিজ্ঞানেতে হয় মত্ত,
হেরে বিশ্ব বিজ্ঞান নয়নে।
"কোথা ধর্ম্ম কে ঈশ্বর? ভাবে নর নিরন্তর,
"বিজ্ঞান (ই) ঈশ্বর ত্রি-ভুবনে!—
নাহি কিছু কথা আর, বিজ্ঞান বিজ্ঞান সার,
বিজ্ঞান সকল জ্ঞান-মূল,
এ পাঞ্চভৌতিক ধরা কেবলি বিজ্ঞান ভরা,
বিজ্ঞানে গঠিত নরকুল!
ধিক্ রে মানবগণ, ভুলি পরমার্থ ধন
নিজ ধ্বংস করিস্ সাধন!
যিনি সে বিজ্ঞানময়, হায় মূঢ় পাপাশয়,
তাঁরে কেন হস্ বিস্মরণ?—

সপ্তম লহরী।

(লয়)

পরিহরি ধর্ম্ম মানব-নিকর,
বিজ্ঞান সেবায় রত নিরন্তর,
মহাদম্ভে ফেরে,—বিশ্ব চরাচব
ঘন ঘন কাঁপে চরণ-ভরে ;
ধর্ম্ম-ভাব-হীন শুষ্ক হৃদি-খান
বিকট কঠিন-পাষাণ-সমান
সদা মুখে বুলি—"বিজ্ঞান" "বিজ্ঞান" !
বিজ্ঞানের পূজা নিয়ত করে !

"কিসের ধরম—কোথায ঈশ্বর ?
অলীক-প্রবাদ, সত্তা নাহি তার
"মূর্খ' লোকে করে 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর'
অর্থ হীন বাক্য কে শুনে তায় ?

বিজ্ঞান সমান কি আছে অপর ?
বিজ্ঞান ধরম,—বিজ্ঞান ঈশ্বর,
বিজ্ঞানে গঠিত এই চরাচর,
বিজ্ঞানের বলে শূন্যেতে ধায় !

"কর বিজ্ঞানের উন্নতি বিধান,
হইবে মানব দেবতা সমান,
রহিবে অমর, পাবে দিব্য জ্ঞান,
সদা সুখে রবে ধরণী-তলে !"
এই কথা সদা মানব-বদনে,
এই মন্ত্র জপ শয়নে স্বপনে,
ভরিল ভুবন বিজ্ঞান-প্লাবনে,
ডুবিল ধরম অতল-জলে !—

বিজ্ঞানের বলে মানব নিকরে,
বসুন্ধরা হৃদি ভেদি গর্ব্ব-ভরে,
রতন-সম্ভার তুলি থরে থরে,
বিলাস বাহারে সাজায় ধাম ;
পশিয়া নির্ভয়ে জলধির তলে
করে তোলপাড় তেজো-দর্প-বলে,

শূন্য করি বুক হরে কুতূহলে
মুকুতা প্রবাল রতন দাম !

বাঁধি দামিনীরে বিজ্ঞানের পাশে,
বিরচিয়া পাখা মনের উল্লাসে,
মহাদম্ভে সবে উঠিয়া আকাশে,
বিহরে আনন্দে বিহঙ্গপ্রায় !
পাঠায় বারতা দামিনী-বদনে,
জ্বালিছে আলোক দামিনী কিরণে,
তড়িতের তেজে করিছে রন্ধন,
সাধিছে তড়িতে কত প্রয়োজন,
তড়িতের বাস, ভেষজ, ভূষণ,
তড়িতের বলে বায়ু ঢুলায়।

বিজ্ঞান প্রভায় মরুভূমি-তলে
নন্দন-কানন করে কুতূহলে,
চূর্ণ করে গিরি, শোষে সিন্ধু-জলে,
বিনা মেঘে ঢালে আসার-বারি ;
নীর-নিধি-গর্ভে জ্বালায় অনল,
অনল হইতে বাহিরয়ে জল,

সুধাসম করে তীব্র হলাহল,
তুহিন হইতে মুকুতা-সারি !—

চির-ইন্দ্র-ধনু গগনে ফুটায়,
কোলে কোলে তার দামিনী নাচায়,
ধরিয়া কৌমুদী বিজ্ঞান-প্রভায়
নিত্য পৌর্ণমাসী-যামিনী হাসে !
চলে অবহেলে সলিল উপরে,
পশিছে অনলে হরষ-অন্তরে,
হাসি-মুখে বজ্র বুক পেতে ধরে,
বিজ্ঞানে কুলিশ প্রতাপ নাশে !

চির-অন্ধ জনে প্রদানে নয়ন,
বধিরে শুনায় বীণার নিক্কণ,
সপ্তমেতে তান তুলি মূকগণ
গায় নব-রাগে মধুর গান !
থাকিয়া শতেক যোজন অন্তরে
পরস্পরে সবে সদালাপ করে,
ইচ্ছামাত্রে আনে চক্ষের গোচরে
যাহারে হেরিতে চাহে সে প্রাণ !

কল্পনা কুহকী করে অন্তর্দ্ধান,
চিন্তার চাতুরী টুটে খান্ খান্ !
বিজ্ঞানের কাছে সবে হতমান !
অসম্ভব কিছু না রহে আর !

হৃদয়ের গুপ্ত নিভৃত ভবনে
একটি বাসনা জাগিলে গোপনে
মূর্ত্তিমতী হ'য়ে জগত-নয়নে
তখনি অমনি করে বিহার !

বিজ্ঞান সহায়ে জীব কলেবর
স্ফটিকের সম করে স্বচ্ছতর,
তন্ন তন্ন করি দেহের ভিতর
করে নিরীক্ষণ সকল স্থল ;
আঁধি ব্যাধি কোথা করিছে বিরাজ,
কিরূপে শোণিত বহে দেহ মাঝ,
হরষ, বিষাদ, ক্রোধ, ভয়, লাজ,
কেমনে অন্তরে প্রকাশে বল !

বহায় মশকে ঐরাবত-ভার !
উড়ায় বারণে প্রদানি ফুৎকার !

বীণা তন্ত্রে করে বজ্রের হুঙ্কার।
পাষাণের ভেলা ভাসায় জলে।
বিধির বিধান করিয়া ব্যত্যয়,
নাশিতে ভীষণ মরণের ভয়,
দিতে মানবের জীবন অক্ষয়,
করে কত যত্ন বিজ্ঞান-বলে।

মৃত-সঞ্জীবনী সুধার কারণে
তোল-পাড় যেন করে ত্রিভুবনে,
ভূমে যেন ছিঁড়ে পাড়ে গ্রহগণে,
এমনি দাপটে ছুটে রে সবে।
ল’য়ে মৃতকায় ধমনী ভরিয়া
শোণিতের স্রোতঃ দেয় ছুটাইয়া,
হৃৎপিণ্ড মাঝে কৌশল করিয়া
দেহ প্রাণ বায়ু যতনে তবে,

কিন্তু নাহি পারে করিতে চেতন,
হায় হীনমতি মূঢ় নরগণ,
ভাব নাহি কিরে পরমাত্মা ধন
পরমাত্মা বিনা কে দিবে তায়?

তব শক্তি-সিন্ধু-সীমা ওই খানে,
দাঁড়াও মানব তিষ্ঠ ওই স্থানে,
এহেন দুরাশা তব ক্ষুদ্র প্রাণে,
রে অবোধ, কভু শোভা কি পায় ?

পঞ্চ-ভূতে করি একত্রীকরণ
কর দেখি নর-দেহের গঠন,
বুঝিব তোমার বিজ্ঞান কেমন,
জানিব তোমার প্রতিভা তায়!

থাক্ নর-দেহ বিরাট ব্যাপার,
গঠহ কীটাণু,—প্রাণ দেও তার,
মানিব তা হ'লে সামর্থ্য তোমার,
পূজিব তোমায় দেবতা প্রায়!

নাহি শক্তি তব করিতে রচনা
ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র তুচ্ছ অণু-কণা,
তবে রে নির্ব্বোধ কি হেতু বলনা
বৃথা অহঙ্কারে হও অধীর ?
সূক্ষ্ম অণু-তত্ত্ব করিতে নির্ণয়
বিজ্ঞান তোমার মানে পরাজয়,

কেমনে বলনা ওরে দুরাশয়
আত্ম-তত্ত্ব-মূল করিবে স্থির ?

হায় রে দুর্ম্মতি মানব-সন্তান
মোহ-মায়া-বশে ভুলি আত্মজ্ঞান,
শ্মশানের শূন্য কুম্ভের সমান,
শুষ্ক-হৃদে রয় বিজ্ঞান লয়ে!
ঘোর অনাচারে পূর্ণ হয় ধরা,
বাড়ে পলে পলে পাপের পসরা,
পিশাচের পুরী হলো বসুন্ধরা,
রহে প্রেত-পদ-দলিত হ'য়ে!

ভাক্ত সাম্য-মন্ত্রে দীক্ষা লয়ে সবে,
সাম্যের পতাকা তুলিয়া গরবে,
বিদারি গগন "সাম্য" "সাম্য" রবে,
ভ্রমে ভূমণ্ডলে মানব-দল ;
কার্য্যকালে কিন্তু ঘোর স্বার্থপর,
দুর্ব্বলে পীড়ন করে নিরন্তর,
উঠে হাহাকার ধ্বনি ভয়ঙ্কর,
বিশৃঙ্খল-ময় ধরণী-তল!—

নাহি ধর্ম্ম ভয়, সমাজ-শাসন,
পরকাল নাহি মানে কদাচন,
পাপ-পুণ্য ?—সে ত মূর্খের কল্পন।
ঈশ্বর ?—কে তিনি ?—কেমন রূপ ?
পূরিল নাস্তিকে জগত-সংসার,
স্বেচ্ছাচার-রাজ্য হইল বিস্তার,
পাপের অনলে হ'য়ে ছার-খার,
হইল অবনী গরল-কূপ !

হেরি অনাচার বীভৎস ব্যাপার
বুঝিলা বিশ্বের নাহিক নিস্তার,
প্রকৃতি-পুরুষ ত্যজি বিশ্বাগার
বিশ্বপতি-পদে লইলা স্থান।

স্থবিরা ধরণী হইলা শ্রীহীন,
উর্ব্বরতা শক্তি ক্রমে হয় ক্ষীণ,
দুর্ভিক্ষ-অনল জ্বলে দিন দিন
হাহাকারে জীব ত্যজে রে প্রাণ !

যুগ যুগ ব্যাপি অনাবৃষ্টি হয়,
বিরসা পৃথিবী বিশুষ্ক-হৃদয়,

মার্ত্তণ্ডের তেজঃ ক্রমে হয় ক্ষয়,
নিবিড় আঁধার আসে রে ঘিরে!
করিয়া ব্যাদান, করাল বদন
ঘোর মহামারী দিল দরশন,
উঠে বিশ্বময় ভীষণ রোদন
অহ হ! মানব করিলি কি রে?

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জীব কত শত,—
নর, পশু, পক্ষী, কীট আদি যত,—
জল-স্থল-চারী, আকাশ-বিহারী,
ত্যজে রে জীবন কে গুণে তায়?
কি যে মহাব্যাধি কেহ নাহি জানে,
বিষম সে ব্যাধি, ঔষধ না মানে,
ব্যাধি-গ্রস্ত যেই, না বুঝিতে সেই,
মরিয়ে সহসা ভূমে লুটায়!—

কি যেন কিরূপ বিষ ভয়ঙ্কর
অলক্ষিত-ভাবে ব্যাপ্ত চরাচর,—
অনিল সলিল বিষের আকর,
ক্ষরে যেন বিষ রবির করে!

চির সুধাময় প্রণয়ী অধর
ধরে যেন কাল-কূট তীব্রতর !
জননীর স্তন সুধার নির্ঝর,
হলাহল যেন তাহাতে ঝরে !—

ওই হের ওই আকাশের তলে
মধুর ঝঙ্কার তুলি কুতুহলে
উড়ে যায় ওই বিহঙ্গম দলে
পাখা দুটি মেলি মৃদুল-বাতে ;
সহসা এ কি রে লোষ্ট্রের মতন
ভূ-তলে সদলে হইল পতন,
শূন্যে শূন্যে সবে ত্যজিল জীবন
যেন রে নীরব-অশনি-ঘাতে !

ছোটে ঊর্দ্ধশ্বাসে কুরঙ্গের পাল,
পাছে পাছে ধায় মৃগেন্দ্র বিশাল,
দৃপ্ত ক্ষুধানলে আকৃতি ভয়াল,
লক্ষ্য করি মৃগে ভীষণ বলে
করে লম্ফত্যাগ করিয়া গর্জ্জন ;
সহসা ভূতলে হইল পতন,

নিস্পন্দ-শরীর জড়ের মতন,
ত্যজিল জীবন একই পলে !

দীর্ঘকাল গতে প্রবাসী মানব,
হৃদে ধরি শত আশা অভিনব,
দেখিতে স্বজন সুহৃদ-বান্ধব,
দেখিতে সে প্রিয় আপন দেশ—
আসিছে আলয়ে উৎসাহে মাতিয়া,
ডাকিবে মায়েরে "জননি" বলিয়া,
দেখি প্রিয়ামুখ জুড়াইবে হিয়া,
বুকে ধরি পুত্রে ভুলিবে ক্লেশ !

ওই দেখা যায় সুখের ভবন,
ওই ছুটে আসে পুত্র-কন্যাগণ,
প্রসারি দু-বাহু জননী-রতন
আসেন হৃদয়ে ধরিতে তায় ;
আসে প্রিয়তমা হাসি হাসি মুখে,
সুখের সাগর উথলয়ে বুকে ;
সহসা এ কি রে স্বজন-সমুখে
ভূমে ঢলে পড়ে অভাগা হায় !

যুবক যুবতী বসি সুখাসনে.
দুটি বাহুপাশে বাঁধিয়া দু-জনে
কহে কত কথা প্রেম-আলাপনে,
জ্ঞান-হারা দোঁহে অতুল-সুখে,
সোহাগে প্রেমিক পুরুষ রতন
করিতে ললনা-বদন চুম্বন
অধরে অধর অর্পিল যেমন
অমনি ঢুলিয়া পড়িল বুকে !

প্রাণের পুতলি ধরি নিজ-কোলে
ভাসেন জননী সুখের হিল্লোলে,
সুধাংশু-বদনে আধ "মা" "মা" বোলে
ডাকে শিশু মৃদু-মধুব স্বরে,
সোহাগে জননী চুম্বিয়া বদন
পীযূষ-পূরিত মুখে দেন স্তন,
না করিতে শিশু চুচুক চুম্বন,
মুদিল নয়ন জনম-তরে !

বাজে ঘন ঘন কালের বিষাণ,
বাধিল বিষম বিধ্বংসী সংগ্রাম,

সারা-ধরাখান হইল শ্মশান,
সাজিল ভীষণ বিকট সাজে!
ঘোর আর্ত্তনাদ আকাশে মিশায়,
পলায় মানব না জানে কোথায়,
জীব-অস্থি-মালা ধরিয়া গলায়
নাচে রে সংহার ভুবন-মাঝে!

একটি মানব-দম্পতি কেবল
—ধরণীর সবে জীবন-সম্বল!—
সুখে করে ভোগ শান্তি-নিরমল
সেই অশান্তির চরম দিনে!
পুরুষ তাহার ঘোর বৈজ্ঞানিক,
না মানে ঈশ্বরে, সহজে নাস্তিক,
কুটিল তার্কিক, বিষম দাম্ভিক,
বিজ্ঞান-প্রভায় কালেরে জিনে!

বিজ্ঞানের বলে অপূর্ব্ব-কৌশলে
নাশে শারীরিক প্রবৃত্তি সকলে,
রুদ্ধ-গৃহ মাঝে বিজ্ঞান-অনলে
দিবাকর-জ্যোতিঃ ফুটায়ে রয়!

না করে আহার,—ক্ষুধা তৃষ্ণা হীন,
—বিজ্ঞানে সকলি আয়ত্ত-অধীন!—
বিজ্ঞান-প্রভায় পবন কৃত্রিম
গৃহ মাঝে ধীরে মধুরে বয়!

বসিয়া পুরুষ, বদন গম্ভীর,
বিজ্ঞানের নব তত্ত্ব করে স্থির,
কাছে বসি নারী চক্ষে ঝরে নীর,
কাতরে পতিরে সম্ভাষি কয়,—
"কি হইবে নাথ! না দেখি উপায়,
নিতান্ত এ বিশ্ব রসাতলে যায়,
মানবের সাধ্য নাহিক তাহায়,
লজ্ঘিতে বিধির বিধান-চয়!

"প্রাণিশূন্য দেখ হ'য়েছে ভুবন,
প্রতি পলে পলে নিবিছে তপন,
বাড়িছে নিবিড় অন্ধকার ঘন,
প্রলয়ের বাকি কি আছে আর?
শুধু মোরা দুটি এ মহাশ্মশানে,
ছিদ্র-কুম্ভ প্রায় প'ড়ে একস্থানে,

আছি শোক-স্মৃতি ধরিয়া পরাণে,
দেহে মাখি পাপ-ভস্মের ভার!

"এ পাপের দেহ অচিরে নিশ্চয়
কালের প্রভাবে হইবে বিলয়,
বাঁচি যতক্ষণ মিলিয়া উভয়
এস করি ঈশ-মহিমা গান!
"এ বাসনা নাথ করি এই চিতে,
—পূরিবে কি সাধ না পারি কহিতে?—
তোমার ও মুখ দেখিতে দেখিতে
যায় যেন এই পাপিনী-প্রাণ!"—

দৃপ্ত সিংহ প্রায় করিয়া গর্জ্জন
করিল উত্তর পুরুষ তখন
"কোথায় ঈশ্বর?—অলীক স্বপন
আঁখি মেলি কেন দেখিছ তুমি?—
বলিছি তোমায় কত শত বার—
'নাহিক ঈশ্বর'—বলি সে আবার,—
যদি থাকে ঈশ, কি শক্তি তাহার
নাশিতে বিপুলা এ বিশ্ব-ভূমি?

"যদি থাকে জ্ঞান বিজ্ঞানে আমার,
রাখিব পৃথিবী করি অঙ্গীকার !
বৈজ্ঞানিক যেই, অসাধ্য কি তার ?
বিজ্ঞানে কি কাজ সাধিতে নারে ?
নিবিছে তপন, নিবুক সত্বর,
বিজ্ঞান-প্রভায় নবীন ভাস্কর
কবিব সৃজন, ভাতিবে অম্বর,—
আজ্ঞাধীন মম করিব তারে !

"বিজ্ঞান-প্রভায় নব ধরাতলে
সাজাইব পুনঃ তরু-লতাদলে,
পশু পক্ষী নব বিজ্ঞানের বলে
অজর-অমর হইবে সবে !
এই হের প্রিয়ে বিজ্ঞান-কৌশলে
—চিন্তি কত কাল বসিয়া বিরলে !—
ক'রেছি অমৃত তীক্ষ্ণ হলাহলে,
কি ভাবনা আর বলহ তবে ?

"বিন্দু-পরিমাণ এই সুধা:পান
কর:কর প্রিয়ে তৃপ্ত হবে প্রাণ !

জরা-মৃত্যু-ভয় হবে তিরোধান,
রহিবে এ ভবে অমর প্রায় !”
এত বলি ভ্রান্ত গরল্ লইয়া
ললনা-বদনে দিলেক ঢালিয়া,
অমনি রমণী নয়ন মুদিয়া
ছিন্ন-লতা-প্রায় পড়ে ধরায়!

চমকি মানব উঠি দাঁড়াইল,
বুঝিতে না পারে কিসে কি হইল,
ক্ষণে স্থির-দৃষ্টে চাহিয়া রহিল
প্রাণ-শূন্য সেই দেহের প্রতি,
কহিল গম্ভীরে—“তুমিও ললনে,
চাতুরীর খেলা খেল মোর সনে ?
ভাল, মম শক্তি দেখাব এক্ষণে,
বাঁচাব আবার তোমারে সতি !”

এতেক কহিয়া ল’য়ে মৃতকায়
যতনে কতেক ঔষধ মাখায়,
কৌশলে নিশ্বাস দেয় নাসিকায়,
তবু নাহি দেহ চেতনা পায় !

ব্যর্থ হ'ল আশা,—মানব-সন্তান
বুকে ধরি সেই মৃতদেহ খান,
প্রেমে শতবার চুম্বিয়া বয়ান,
সোহাগে সম্ভাষে কতই তায়!

ক্রমে ক্রমে দেহ হইল বিকৃত,
পূতি-গন্ধে গৃহ হইল পূরিত,
মাংস অস্থি-চয় হইয়া গলিত,
খ'সে খ'সে পড়ে শরীর হ'তে!
দেখিয়া মানব উন্মত্তের প্রায়
করিয়া চীৎকার ত্যজি মৃত-কায়
ভাঙ্গি গৃহ-দ্বার চরণের ঘায়
ছুটিল সবেগে নগর-পথে!

নগ্ন দেহখান, মুরতি ভীষণ,
ঘূর্ণিত আরক্ত যুগল নয়ন,
ছুটিয়া বেড়ায় মর্ম্ম-যাতনায়,
কে আছে রে শান্ত করিবে তায়?
ফিরি ঘরে ঘরে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে
"কে আছ মানব আইস সত্বরে."

যেখানেতে যায় দেখেরে তথায়,
গলিত বিকৃত মানব-কায়!

"কেহ্‌বা বিকাশি বিকট-দশন
র'য়েছে বিস্তারি যুগল-নয়ন,
ফাটি স্ফীতোদর স্যক্কার-আকর
পূতি-গন্ধময় বহিছে নীর!
বিগলিত-মাংস বিকৃত বদন,
আছে কেহ করি ভ্রূকুটি ভীষণ,
লোল জিহ্বাখান, করিয়া ব্যাদান,
দুই কর-তলে চাপিয়া শির!

গলিত-নয়ন-গভীর-গহ্বরে
দরদরে রস কাহারো নিঃসরে!
কারো নাসিকায় প্রবল ধারায়
শটিত-মস্তিষ্ক-প্রবাহ বয়!
হেরে কোথা নারী পূর্ণ গর্ভবতী
র'য়েছে পতিতা বীভৎস-মূরতি!
বিদীর্ণ জঠর, দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
মৃত-শিশু তাহে পচিয়া রয়!

শিহরি আবার করিয়া চীৎকার
ছোটে ঊর্দ্ধশ্বাসে ত্যজি সে আগার,
দগ্ধ দেহী মত ছোটে অবিরত
জুড়াইতে যেন দারুণ জ্বালা !
নীরব ভুবন জন-প্রাণি-হীন,
বিষম বিষাদে যেন রে মলিন,
কাঁদিছে পড়িয়া হৃদয়ে ধরিয়া
গতাসু প্রাণীর কঙ্কাল-মালা !

ছুটিছে উন্মত্ত মানব-সন্তান,
কোথা যায় কিছু নাহি তার জ্ঞান,
বলে উচ্চৈঃস্বরে—"কে কোথা আছরে,
দেখা দিয়া মোরে করহ ত্রাণ !
"এ জ্বালা ত আর সহেনা পরাণে,
আমি রে পিশাচ এ মহা-শ্মশানে,
কে আছরে ভাই আইস এখানে,
দেখিয়া তোমারে জুড়াই প্রাণ !"

বলিতে বলিতে দেখে আচম্বিতে
জলৌকা একটি পড়ি ধরণীতে

লুটি-পুটি যায় ধূলার সহিতে,—
মৃত্যু-যাতনায় জীবন জ্বলে !—
দেখিয়া তাহারে উঠায়ে সত্বরে,
বুকে ল'য়ে বলে গদগদ স্বরে
"ওরে প্রাণাধার ! তুইরে আমার,
জীবনের সঙ্গী এ মরু-তলে !

"হৃদয়-শোণিত দিব রে তোমায়,
যতনে বাঁধিয়া রাখিব গলায়,
বিচ্ছেদ না হবে তোমায় আমায়,
প্রাণে প্রাণে বাঁধা র'ব দু-জনে !"
সঙ্কুচিত করি ক্ষুদ্র দেহখান
সহসা সে কীট ত্যজিল পরাণ ;
আবার চীৎকারি মানব-সন্তান
ছুটিল রে আহা উন্মত্ত-মনে !

উঠি গিরি শিরে উচ্চ-কণ্ঠ-স্বরে
ডাকে—'কে মানব ! কে কোথা আছ রে,
এস ত্বরা করি নিকটে আমার,
জ্ব'লে গেল বুক হইল অঙ্গার !

না পারি সহিতে যায় যায় প্রাণ,
দেখা দেও ওরে, কর শান্তি দান!
যে আছ রে যথা, কও কও কথা,
ঘুচাও আমার মরমের ব্যথা!
ডাকি শতবার তুলি উচ্চ-স্বর,
তথাপি কেন রে না দাও উত্তর?
এ পৃথিবীতে তবে কেহ কি রে নাই?"
—প্রতিধ্বনি বলে "নাই"—"নাই"—"নাই"।—

শুনিয়া উত্তর, করিয়া চীৎকার,
ঊর্দ্ধ-হাতে মত্ত ছুটিল আবার।
দিগ্বিদিক কিছু নাহি তার জ্ঞান,
ছুটে যায় রুদ্র-পিশাচ-সমান।
নিজ পদ-শব্দ করিয়া শ্রবণ
চমকিয়া ফিরে চাহে ঘন ঘন!
আছাড়িয়া ভূমে পড়ে শতবার,
ছিন্ন-ভিন্ন-দেহে বহে রক্ত-ধার!
মুখে ঘন ঘন একই বচন,
"কে আছ রে জীব, এ মর্ত্ত-ভুবন?

পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ-ভিতরে
যদি কেহ থাক আইস সত্বরে,
থাকিতে এ ভাবে পারিনে রে আর,
হ'য়েছে জীবন দুর্ব্বিষহ-ভার!
সারা ধরাধাম খুঁজিয়া বেড়াই,
তথাপি কাহারো দেখা নাহি পাই!
তবে কি রে ভবে কেহ আর নাই?"
—প্রতিধ্বনি বলে—"নাই"—"নাই"—"নাই"।—

হৃদয়-বিদারি চীৎকারি আবার
ভূমে পড়ি নর করে হাহাকার!
ফাটো ফাটো বুক ফাটে নাক আর,
ভীষণ যন্ত্রণা সহিতে নারে!
হইল আকাশে গম্ভীর বচন,
"শান্ত হও নর, মেল রে নয়ন,
ভাবহ অন্তিমে সত্য-সনাতন,
শান্তি পাবে মনে ভজিলে তাঁরে!"

শুনি দৈববাণী শিহরিয়া নর
ধূলি-শয্যা ছাড়ি উঠিয়া সত্বর,

জানু পাতি ভূমে যুড়ি দুই করে
ঊর্দ্ধ পানে চাহি ভক্তি-যুত স্বরে
কহে সকাতরে—"ওহে বিশ্বপতি !
ঘুচাও ত্বরিতে পাপীর দুর্গতি !
তুমি হে শ্রীনাথ করুণা-নিদান,
অধমের প্রতি হও কৃপাবান্ !
কর হে করুণা এ পামর-জনে,
দেও চির-শান্তি অভয়-চরণে !"

হইল সহসা গম্ভীর গর্জ্জন,
ভীম-ভূ-কম্পনে কাঁপিল ভুবন,
উৎপাটিত তরু, চূর্ণ গিরিগণ,
ছিন্ন-ভিন্ন হয় ধরণী-তল !
বিদারি মেদিনী দশদিক গ্রাসি
ঘোর হুহুঙ্কারে উঠে ধূম-রাশি,
প্রলয় পাবক ছুটে বিশ্ব-নাশী,
অনলে অনল সকল স্থল !—

বহিল প্রচণ্ড প্রলয়-পবন,
উঠে ঘূর্ণ পাকে আবর্ত্ত ভীষণ !

উথলিল সিন্ধু, নিবিল তপন,
আঁধারে আঁধার ভুবনময়!
দিব্য-জ্যোতিঃ এক ছুটিছে ছুটিতে
হের হের অই আসে ধরণীতে,
মিলিত হইয়া সে জ্যোতিঃ সহিতে
মানবের আত্মা পাইল লয়!—

উপসংহার।

ভাবেতে বিভোর গায়ক-প্রবর
হৃদয়ে বিষম বিষাদ-ভার,
দলিত ব্যথিত পীড়িত-অন্তর ;
এলাইয়া পড়ে বীণার তার।

স্তম্ভিত গায়ক স্পন্দন-বিহীন
মুদিত নয়নে বসিয়া রয়,
সমাধি-যোগেতে যেন সব লীন
"লয়েতে" আপনি হ'য়েছে লয় !

স্তম্ভিত দেবেন্দ্র নিশ্চল শরীর
নীরব-গম্ভীর সুমেরু প্রায়,
মিমীলিত আঁখি-নিশ্বাস-সমীর
চেতনা-লক্ষণ নাহি জানায়!

স্তব্ধ দেবগণ-মোহে নিমগন,
স্পন্দন-বিহীন হৃদয়ে রয়,
চিত্র-পুত্তলিকা-প্রায় অচেতন,
সত্ত্বা-হীন যেন ইন্দ্রিয়চয় !

ঝটিকা-দলিত লতিকা মতন
সুর-বালাগণে মলিনমুখে,
লাবণ্য-শ্রীহীন বিষাদে মগন
রহে মর্ম্ম-ব্যথা-পীড়িত বুকে !

ক্ষণ কাল গতে অমর-ঈশ্বর
লভিয়া চেতনা শিহরি উঠে ;
চমকি চাহিল অমর-নিকর,
মোহ-মায়া-পাশ যাইল টুটে !

চাহিয়া গায়কে দেব পুরন্দর
কহে অবসাদে ফেলিয়া শ্বাস,

"বিধাতার লীলা একি ভয়ঙ্কর,
কেন বা সৃজন—কেন বা নাশ ?

"সকলি নশ্বর—সব শূন্যময়,
মায়ার বিকারে জড়িত সব,
মোহের পাশেতে বদ্ধ জীব-চয়
করে অবিরাম প্রলাপ-রব !

"ইচ্ছা হয় মনে ইন্দ্রত্ব ত্যজিয়া
অনন্তের পথে ছুটিয়া ধাই,
কামনা-বাসনা-মুখে বহ্নি দিয়া
উদাসীন হ'য়ে চলিয়া যাই !

"এই যদি হয় বিশ্বের চরম,
এই পরিণাম জীবের হয়,
বৃথা সে বিভব স্বর্গ-সিংহাসন
ভস্ম-মুষ্টি সম কিছুই নয় !"

বৈরাগ্য-বিষাদে অবসন্ন-মন
নিরখি দেবেন্দ্রে, ত্বরিতে স্মর
সুধা-পাত্র মুখে করিলা অর্পণ,
পিয়িলা বাসব প্রীতির-ভর !

পিয়িল গায়ক ;—সুর-বালাগণ
　　পরশে আসব অধর-পুটে ;
পিয়ে দেবগণ আনন্দে মগন,
　　বিষাদের ব্যথা যাইল ছুটে !—

একে মনোজের মোহিনী অশেষ,
　　তাহে মদিরার প্রভাব-বল,
সুর-পতি হ'ন বিহ্বল বিশেষ,
　　মনে জ্বলে ভোগ-বাসনানল !

সমাপ্ত

Opinion of the Calcutta Gazette

Dated 31st October 1900.

It is an original poem of considerable merit describing the creation of the Universe out of Chaos, the evolution of man on earth and the attainment by him of the highest civilisation, his exclusive faith in science and consequent fall from the path of virtue and the final destruction of the Universe as a punishment for his sins.

* * The poem contains here and there passages of great beauty and originality.

পুস্তক সম্বন্ধে অন্যান্য অভিমত।

"বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের" প্রতিষ্ঠাতা, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত, কাব্যামোদী শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদা প্রসাদ রায় মহাশয়ের অভিমত:—

*   *   *   *

গায়ক! আপনি ধন্য!—ধন্য আপনার গাথা-রচনা, লোকাতিগা গীতিশক্তি, অলোকসামান্য ছন্দোবৈচিত্র্য! এরূপ ষড়জশালী কণ্ঠে, উদাত্তানুদাত্ত স্বরিতময়-স্বরে, হৃদয়োন্মাদক তানে, মর্ম্মস্পর্শী লয়ে, দীপক-রাগে ও প্রমৃষ্ট ভাষায় ত্রিগুণাতীত কারণরূপ চিন্ময়ের লীলাগান মন্দার-সুরভিত নন্দন কানন মধ্যে ইন্দ্রাদি সুরগণের সন্নিধানেই শোভা

পায় ; হীনবুদ্ধি নরলোক ইহার অর্থ কি বুঝিবে ? ক্ষীণ কণ্ঠে, দীনস্বরে, তানলয়-বর্জ্জিত সামান্ত রাগিণীতে অসার মানব-লীলা কীর্ত্তিত শুনিতে যাহারা অভ্যস্ত "সুর-সঙ্গীত"-গায়ক যে তাহাদের কাছে "সুরসঙ্গীত" গাইতে প্রয়াস পান নাই, তাহা যেন ঠিকই কার্য্য হইয়াছে।

কবিঃ করোতি পদ্যানি লালয়ত্যুত্তমো জনঃ।
তরুঃ প্রসূতে পুষ্পাণি মরুদ্‌বহতি সৌরভম্‌॥

আমার প্রার্থনা সাধুজন কাব্যের অদম্যতেজঃ, অনির্ভিন্ন গভীরত্ব অনিরুদ্ধবেগ, শাস্ত্রসমন্বয়, অনার্য্যশূন্যতা, ভাষার্জব ও ছন্দঃসাধন প্রভৃতি সদ্‌গুণরূপ সৌরভসার মরুদ্রূপে ত্রি-দশালয় হইতে বহন করিয়া মর্ত্ত্যালয়ের দিঙ্মণ্ডল সুরভান্বিত করিবেন।

(স্বাঃ) শ্রীঅন্নদা প্রসাদ রায়।

সাহিত্য জগতে সু-পরিচিত, অধুনা গৌহাটি কটন-কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক সু-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহোদয়ের মত :—

সুর-সঙ্গীত পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি।—আজি কালি বাজারে যে সকল কবিতাপুস্তক প্রচারিত হয়, তাহার অধিকাংশই প্রতিভাশূন্য রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে লিখিত। ভাব, ভাষা ও বিষয় সমস্তই "স্বপনের ছায়াপায়া"!—কর্ণসুখকর বটে, কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তলে পৌঁছিতে পারে না।—বলা বাহুল্য 'সুর-সঙ্গীত' ঐ দলের কাব্য নহে— কবি যদি ভাব ও ভাষার সমাবেশে কাহারও পথানুসরণ করিয়া থাকেন, তবে হেমচন্দ্র ও নবীন চন্দ্রের। কিন্তু যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন;

তাহা সম্পূর্ণরূপে মৌলিক এবং বোধ করি উপরোক্ত কবিদ্বয়ের লেখনীকেও চরিতার্থ করিত।—"সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কি প্রকারে হয়," হইয়াছে কাব্যের বিষয়; যে-সে ব্যক্তি এ বিষয়ে ভারতী-নিয়োগ করিলে উপহাসের ভাজনই হইত; কিন্তু কবির ইহাই গৌরবের বিষয় যে, তিনি তাঁহার গ্রন্থে যথেষ্ট কাব্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অবয়বে ক্ষুদ্র হইলেও এই কাব্যই তাঁহাকে বর্ত্তমান কবিগণের মধ্যে বিশিষ্ট আসন প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া আশা করি।

(স্বাঃ) শ্রীপদ্মনাথ শর্ম্মা (ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ।)

মধ্যপ্রদেশ বামড়া-রাজের ভূতপূর্ব্ব প্রাইভেট সেক্রেটারী ও তত্রত্য স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিবিধ ভাষাবিদ্ শ্রীযুক্ত রেবতী মোহন দাস গুপ্ত, এম, এ, মহোদয়ের মত :—

"সুর-সঙ্গীত" পাঠে পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছে। এতৎপাঠে কাব্য-রসাস্বাদন এবং উচ্চচিন্তা-সাহচর্য্য এই উভয়বিধ প্রীতিলাভই ঘটিয়াছে। কবি-প্রতিভা দৈবীশক্তি, পরিশ্রমায়ত্ত বস্তু নহে। বাগ্দেবী মুক্তহস্তে বর্ত্তমান কাব্যপ্রণেতাকে সেই প্রতিভা প্রদান করিয়াছেন। তদীয় ত্রিকালদর্শিনী প্রতিভা ক্ষণকাল নিমিত্ত আমাদিগকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিয়াছিল। সেই দৃষ্টিতে আমরা পরব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি পুরুষের অভিব্যক্তি ও প্রকৃতি পুরুষের "শুভদপ্রেমমিলন" ফলে সৃষ্টির উৎপত্তি অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি; কীটাণু হইতে আরম্ভ করিয়া যুগবাহি জীব স্রোতে উন্নত হইতে উন্নততর জীবের বিবর্ত্তন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইয়াছি এবং প্রকৃতি পুরুষের বিশেষ প্রণিধান-

ফলে স্বকীয় জাতির শুভোদর্ক সৃষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল দেখিয়া নরজাতির অক্ষুণ্ণ গৌরবে মার্জ্জনীয় আত্মশ্লাঘা অনুভব করিয়াছি। * * আবার সুদূর ভবিষ্যতে জগন্নিয়ন্তৃ বিস্মৃত জড়বাদ-সর্ব্বস্ব উন্মার্গ-প্রস্থিত মানবের ধ্বংস সন্দর্শনে ভীত ও স্তম্ভিত হইয়াছি। কবি প্রতিভাদত্ত দিব্যকর্ণ যোগে যে মানবের অন্তিমকালীন অনুতপ্ত আর্ত্তনাদ ও ক্ষমাবান্ পরম কারুণিক পরমেশ্বরের ভয়হারিণী আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি। অবশেষে লয়কালে জীবাত্মাকে ঐশ তেজে মিলিত হইতে দেখিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদসম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করত স্বীয় পাপমালিন্য অপনোদনের সম্ভাবনা বিষয়ে আস্থাবান এবং স্বকীয় নিঃশ্রেয়স লাভ বিষয়ে আশান্বিত হইয়াছি। কবি কল্পনায় গরুড় পতত্র অবলম্বনে উড্ডীন হইয়া দূরবীক্ষণের সুদূর প্রসারিত দৃষ্টির অতীত অসীম অন্তরীক্ষচারী "বিরাট ভাস্করাদি" কত শত লোকে "প্রকৃতি" ও "মহাকালের" অনুসরণ করিয়াছি ও সেই লোক সমূহের রচনা, সংস্থান ও গতি-বৈচিত্র নিরীক্ষণে স্বীয় ক্ষুদ্রতা অনুভব করিয়াছি, তাহার সংখ্যা কে বলিবে? বিজ্ঞানের অগ্রবর্ত্তিনী হওয়া এবং পাঠককে স্বীয় সমভিব্যাহারে পার্থিব জ্ঞানসীমার অতীত প্রদেশে উপস্থিত করাই কবিপ্রতিভার অসাধারণ উচ্চাধিকার। তাই জ্যোতির্ব্বিদের স্বপ্নাতীত ব্রহ্মলোক প্রভৃতি তৎপ্রসাদে আমাদের গোচরীভূত হওয়ায় অসামান্য প্রীতিলাভে সক্ষম হইয়াছি।

কাব্যের উপকরণ নির্ব্বাচনে "সুর-সঙ্গীত"-রচয়িতার মৌলিকতা সর্ব্বজন-স্বীকৃত হইবে, ইহা নিশ্চয়। সুবিজ্ঞ পাঠক বর্ত্তমান কাব্যে পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের কত শত তত্ত্বের কবিতাময়ী স্ফূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিবেন এবং ভাবসাহচর্য্য বলে

সেই আনন্দ আরও কতশত গুণে বর্দ্ধিত হইবে, তাহা প্রবীণ পাঠক প্রত্যক্ষ না করিয়া কদাপি বিশ্বাস করিবেন না এবং আমরাও সে পরিমাণ নির্দ্দেশের অবিমৃষ্যকারিতায় লিপ্ত হইতে উৎসুক নহি। সুপণ্ডিত শিক্ষকের অধ্যাপনায় ছাত্র এ কাব্য পাঠে জগতের চিরস্মরণীয় মনীষিগণের চিন্তালব্ধ ভূরি ভূরি তত্ত্বের সহিত পরিচয় লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। কেবলমাত্র এই কারণেও এ কাব্য নর্ম্ম্যালস্কুলের পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত হইলে, ছাত্র সাধারণের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইবে ইহাই আমাদিগের ধারণা। ইত্যলং

(স্বাঃ) শ্রীরেবতী মোহন দাস গুপ্ত (এম, এ,)

অধুনা গৌহাটি গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত করুণাকান্ত দাস গুপ্ত বি, এ, মহাশয়ের অভিমত :—

সৃষ্টি-স্থিতি-লয় "সুর-সঙ্গীতের" বর্ণিত বিষয়। কবি এই দুরূহ বিষয় বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদির যতদূর সম্ভব সামঞ্জস্য রাখিয়া নিজ কল্পনা শক্তি, প্রতিভা ও গবেষণার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। কাব্য খানির অনেক স্থলেই নূতন নূতন ভাব দৃষ্ট হয়। ইহা বেশ সুখপাঠ্য ও নীতি উপদেশপরিপূর্ণ এবং ভাবগ্রাহী পাঠকগণের বিশেষ আদরের সামগ্রী হইবে। ''সুর-সঙ্গীত', নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রদের পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত হইলে ইহা পাঠে তাহাদের চিন্তাশক্তির বিকাশদ্বার উন্মুক্ত হইবে সন্দেহ নাই।

(স্বাঃ) শ্রীকরুণাকান্ত দাস গুপ্ত, বি, এ,

শিক্ষাবিভাগের অপর একজন প্রাচীনতম পণ্ডিতের অভিমতঃ—

"সুর-সঙ্গীত" বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে এক অপূর্ব্ব পদার্থ। অলঙ্কার শাস্ত্রের অভিমতে, ইহা একখানি উপাদেয় "খণ্ডকাব্য"। ইহাতে রীতি, গুণ, রস, ভাব প্রভৃতি সমস্তই বর্ত্তমান। * * ইহাতে প্রায় সকল রসেরই স্ফূর্ত্তি আছে।" "আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব" সমন্বিত 'শম'ই ইহার প্রাণ। আমরা এ কাব্যের অভ্যন্তরে প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রের সুগভীর তত্ত্ব সকলের কবিতাকারে স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া বিমোহিত হইয়াছি। এ উপাদেয় গ্রন্থখানি নর্ম্ম্যাল স্কুলের ১ম ও ২য় বার্ষিক শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলে অধ্যেতৃবর্গের উন্নত-তত্ত্বচিন্তনের দ্বার উন্মুক্ত হইবে।

রায় উপেন্দ্র নাথ কাঞ্জিলাল বাহাদুর
মহাশয়ের অভিমত।

নমস্কার নিবেদন,

আপনার "সুরসঙ্গীত" আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিলাম। * * খাঁটি বাঙ্গালায় সুললিত কবিতা বহুকাল যাবৎ পাঠ করি নাই, আধুনিক ছাঁচের কবিতা আমি প্রায়ই পড়ি না। সুতরাং সমস্তটাই আমার খুব ভাল লাগিয়াছে। * * শেষ লহরীর পর আর ত "বিদ্যারথীর" সন্ধান পাওয়া গেল না? এ লহরীও তাঁহাদ্বারা গীত হইল অনুমান করিতে হইবে? তাঁহাকে পুনরায় উপস্থিত করিয়া উপসংহার করিলে যেন কাব্যের পূর্ণতা সম্পাদিত হইত। আপনার কল্পনার গভীরতা

লক্ষ্য করিয়া বড়ই চমৎকৃত হইয়াছি। এইরূপ গভীর ভাবাত্মক অথচ সুমিষ্ট কাব্য আমাদের সাহিত্যে অতি অল্পই আছে। আমার নিজের কথা বলিতে পারি যে "বৃত্রসংহারে"র পর এরূপ উপাদেয় কাব্য পাঠের সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই। এই পুস্তক পুনঃ প্রকাশিত করিয়া লাভবান্ হইতে পারিবেন কি না বলা কঠিন। কারণ এই শ্রেণীর কাব্যের 'কদর' বুঝিবার মত পাঠক আমাদের দেশে খুব বেশি আছে বলিয়া আমার ত বোধ হয় না।

তবে এখানি বঙ্গসাহিত্যের একটি উজ্জ্বল রত্ন বোধে যত্ন সহকারে রক্ষণীয়, এবং সেই উদ্দেশ্যে পুনঃ প্রকাশিত করিয়া দেশের ও সাহিত্যের উপকার করুন, এইমাত্র বলিতে পারি। ইতি—

শিলং
১৬ই ভাদ্র
১৩২৭।

তৃপ্ত ও গুণমুগ্ধ
শ্রীউপেন্দ্র নাথ কাঞ্জিলাল।

—:•:—

B24316